অধ্যায়-১৩: অগ্নিবিমা

পরীক্ষার্থী বন্ধুরা, এ অধ্যায়ে বোর্ড পরীক্ষা, শীর্ষস্থানীয় কলেজসমূহের নির্বাচনি পরীক্ষা এবং বাছাইকৃত এক্সক্লুসিভ মডেল টেস্টের প্রশ্নগুলোর পূর্ণাঙ্গ উত্তর দেওয়া হয়েছে। এগুলো অনুশীলন করলে তুমি এ অধ্যায় থেকে যেকোনো সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর সহজেই লিখতে পারবে।

প্রশ্ন ▶১ আজকাল প্রায় সময় গার্মেন্টস-এ অগ্নিকান্ড ঘটে থাকে। এই জন্য মি. শাহরুখ তার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির ৩ কোটি টাকার কাপড়ের জন্য ২ কোটি টাকার অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। গুদামে মালামাল থাকা অবস্থায় বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগে গুদামের সমস্ত কাপড় পুড়ে যায়। তখন কাপড়ের বাজারমূল্য ছিল ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। মি. শাহরুখ বিমা কোম্পানির কাছে ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বিমা দাবি করেন। *[ঢা. বো. ১৭]*

ক. অগ্নিবিমা কী? ১

খ. 'অগ্নিবিমা একটি ক্ষতিপূরণের চুক্তি'– বুঝিয়ে বলো। ২

গ. মি. শাহরুখ অগ্নিবিমার কোন ধরনের পলিসি গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মি. শাহরুখ বিমা কোম্পানি থেকে কি ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ পাবেন? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষাই হলো অগ্নিবিমা।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ : জনাব আজিম তার কাপড়ের দোকানের পণ্যের অগ্নিজনিত সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে সান ইন্স্যুরেন্স লি.-এর সাথে একটি অগ্নিবিমা চুক্তি করেন। যদি জনাব আজিমের দোকানের পণ্য অগ্নিজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে চুক্তি অনুযায়ী সান ইন্স্যুরেন্স লি. ক্ষতিপূরণ করবে।

খ অগ্নিবিমা হলো অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এ কারণে তা নিঃসন্দেহে ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

অগ্নিকান্ডের ফলে বিমাকৃত সম্পত্তি নষ্ট হলে চুক্তি অনুযায়ী বিমাকারী আর্থিক ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রে ক্ষতি আংশিক বা সম্পূর্ণ যাই হোক না কেন বিমা কোম্পানি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করে থাকে।

গ উদ্দীপকে মি. শাহরুখ অগ্নিবিমার আওতাভুক্ত নির্দিষ্ট বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

এ ধরনের বিমাপত্রে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তির বিপক্ষে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যের কথা উলে-খ থাকে। যাতে ক্ষতি সংঘটিত হলে বিমা কোম্পানি উলি-খিত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকে মি.শাহরুখ তার ৩ কোটি টাকা মূল্যের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির জন্য ২ কোটি টাকার অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। অর্থাৎ বিমাকৃত গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির ক্ষতিতে মি. শাহরুখ দুই কোটি টাকাই বিমা দাবি করতে পারেন। অগ্নিবিমায় উলি-খিত পরিমাণ বিমা দাবি পরিশোধ কেবল নির্দিষ্ট বিমাপত্রের ক্ষেত্রেই বিমা কোম্পানি প্রদান করে থাকে। তাই বলা যায়, বিমা দাবি পরিশোধের ভিত্তিতে মি. শাহরুখের গৃহীত বিমাপত্রটি একটি নির্দিষ্ট বিমাপত্র।

ঘ উদ্দীপকের উলি-খিত তথ্যে ক্ষতিপূরণ মূল্য বিমাপত্রে নির্দিষ্ট থাকায় মি. শাহরুখের পক্ষে ২ কোটি টাকার অধিক ক্ষতিপূরণ গ্রহণ সম্ভব নয়।

নির্দিষ্ট অগ্নি বিমাপত্রে ক্ষতিপূরণ মূল্য পূর্বেই নির্দিষ্ট করে বিমা চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় বিমাগ্রহীতা বিষয়বস্তুর ক্ষতিতে উলি-খিত অর্থই গ্রহণ করে থাকেন। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ কম বা বেশি যাই হোক না কেন বিমা কোম্পানি পূর্বে নির্ধারিত অর্থই প্রদান করে।

উদ্দীপকে মি. শাহরুখ ৩ কোটি টাকার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিটি ২ কোটি টাকায় অগ্নিবিমা করেন। গুদামে মালামাল থাকা অবস্থায় বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগে গুদামের সমস্ত কাপড় পুড়ে যায়। যার বাজার মূল্য ছিল ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। মি. শাহরুখ পরবর্তীতে ক্ষতিপূরণের জন্য বিমা কোম্পানির নিকট ঐ পরিমাণ অর্থ দাবি করেন।

উদ্দীপকে মি. শাহরুখ নির্দিষ্ট বিমাপত্র গ্রহণ করায় বিমা কোম্পানি ২ কোটি টাকার অধিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে না। এ বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিমাকারী ক্ষতির পরিমাণকে বিবেচনা না করে বিষয়বস্তুর ক্ষতিতে চুক্তির উলি-খিত পরিমাণ বিমা দাবি পরিশোধে বাধ্য থাকে।

প্রশ্ন ▶২ খুলনার ব্যবসায়ী জনাব আবিরের মোটর যন্ত্রাংশ তৈরির একটি কারখানা আছে। অগ্নিজনিত ক্ষতি মোকাবিলার জন্য ৫০ লাখ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতির মধ্যে নির্দিষ্ট ৩০ লাখ টাকার মূল্য নির্ধারণ করে বিমাচুক্তি সম্পাদন করে। বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট হতে অগ্নিকান্ড সংগঠিত হয়ে সম্পূর্ণ যন্ত্রপাতি ভস্মীভূত হয়ে যায়। তিনি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণ চেয়ে আবেদন করেছেন। *[রা. বো. ১৭]*

ক. গড় পড়তা বিমাপত্র কী? ১

খ. অগ্নিবিমার ক্ষেত্রে নৈতিক ঝুঁকিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব আবির কর্তৃক গৃহীত বিমাপত্রটি কোন শ্রেণির অগ্নিবিমা? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব আবির কি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী? যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিমাপত্রের ক্ষেত্রে ক্ষতির উদ্ভব হলে বিমাপত্রে উলি-খিত পরিমাণ বিমা দাবি পরিশোধ না করে গড়পড়তা হারে তা নির্ণয় করা হয় তাকে গড়পড়তা বিমাপত্র বলে।

খ বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী লোকজনের কার্যকলাপ থেকে অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকির সৃষ্টি হয়।

লোভের বর্শবর্তী হয়ে অনেক সময় বিমাগ্রহীতা নিজের সম্পত্তিতে আগুন লাগিয়ে দাবি আদায়ের চেষ্টা করে। আবার অনেক সময় দূরভিসন্ধিসম্পন্ন লোক শত্রুতাবশত, রাজনৈতিক আক্রোশ, বা ধর্মীয় কারণেও সম্পত্তিতে অগ্নিসংযোগ করে থাকে। তাই অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকির পরিমাণ বেশি। এজন্যই অগ্নিবিমার ক্ষেত্রে নৈতিক ঝুঁকিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব আবির কর্তৃক গৃহীত বিমাপত্রটি হলো অগ্নিবিমার অন্তর্গত নির্দিষ্ট বিমাপত্র।

নির্দিষ্ট বিমাপত্রে মূলত কোনো সম্পত্তির নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য পূর্বেই উলে-খ থাকে। এ ধরনের বিমাপত্রে ক্ষতি যাই হোক না কেন বিমা কোম্পানি ঐ নির্দিষ্ট মূল্যই ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে।

উদ্দীপকে জনাব আবিরের একটি মোটর যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা রয়েছে। অগ্নিজনিত ক্ষতি মোকাবেলার জন্য তিনি সম্পূর্ণ যন্ত্রপাতির মধ্যে নির্দিষ্ট ৩০ লাখ টাকার উলে-খ করে একটি বিমা করেন। যন্ত্রপাতির প্রকৃত মূল্য ছিল ৫০ লাখ টাকা। অর্থাৎ বিমা চুক্তি অনুযায়ী, তার যন্ত্রপাতি দুর্ঘটনায় ক্ষতি হলে তিনি ৩০ লাখ টাকাই ক্ষতিপূরণ পাবেন। ক্ষতি ১০ লাখ বা ৬০ লাখ যাই হোক তিনি ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩০ লক্ষ টাকাই পাবেন। অর্থাৎ জনাব আবিরের গৃহীত বিমাপত্রটি অগ্নিবিমার নির্দিষ্ট বিমাপত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা, নির্দিষ্ট বিমাপত্রেই সম্পত্তির নির্দিষ্ট মূল্যের উলে-খ করে বিমা চুক্তি সম্পাদন করা হয়।

ঘ উদ্দীপকে জনাব আবির অগ্নিবিমা চুক্তি অনুযায়ী ৩০ লাখ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী।

অগ্নিজনিত ঝুঁকির হাত থেকে বিমাগ্রহীতাকে আর্থিকভাবে রক্ষা করাই হলো অগ্নিবিমা চুক্তির মূল উদ্দেশ্য। এ চুক্তি মূলত ক্ষতিপূরণের চুক্তি। উদ্দীপকে জনাব আবির তার ৫০ লাখ টাকার মোটর যন্ত্রপাতির জন্য নিদিষ্ট অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেন। এতে সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য ৫০ লাখ টাকা হলেও নির্দিষ্ট ৩০ লক্ষ টাকার জন্য বিমাপত্র করা হয় । বৈদ্যুতিক

শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লেগে ক্ষতি হলে তিনি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণের জন্য বিমাদাবি করেন।

অগ্নি বিমাচুক্তি অনুযায়ী বিমা কোম্পানি অবশ্যই আবিরকে বিমাদাবি পরিশোধে বাধ্য। নির্দিষ্ট বিমাপত্রের শর্ত মোতাবেক ক্ষতি যাই হোক জনাব আবির ৩০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী। অতএব, তার সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশ ক্ষতি হলেও তিনি নির্দিষ্ট মূল্যের সম্পূর্ণ অংশই বিমা দাবি পাওয়ার অধিকারী।

প্রশ্ন ▶৩ মি. দত্ত Y জুট মিলের মালিক। সম্পূর্ণ মিলটি বিমাকৃত। দুর্ঘটনাবশত অগ্নিকান্ডে মিলে রক্ষিত সম্পূর্ণ কাঁচামাল এবং যন্ত্রপাতির অধিকাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মি. দত্ত বিমা কোম্পানির নিকট সম্পূর্ণ বিমা দাবি পেশ করেন। *[দি. বো. ১৭]*

ক. প্রিমিয়াম কী? ১

খ. সমর্পণ মূল্য বলতে কী বোঝ? ২

গ. মি. দত্ত কী বিমা করেছিলেন? দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ বিমার ভূমিকা কী? সংক্ষেপে লিখো। ৩

ঘ. মি. দত্তা যে বিমা দাবি করেছেন তা কি যুক্তিযুক্ত? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা চুক্তিতে বিমাগ্রহীতা এককালীন অথবা নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিমাকারীকে যে অর্থ প্রদান করে তাকে প্রিমিয়াম বলে।

খ যদি বিমাগ্রহীতা কর্তৃক বিমাপত্রের প্রিমিয়াম নিয়মিত পরিশোধ করা সম্ভব না হয়, তাহলে তিনি বিমা কোম্পানিকে তা সমর্পণ করে কিছু অর্থ গ্রহণ করেন, একে সমর্পণ মূল্য বলে।

সমর্পণ মূল্য প্রিমিয়ামের একটি অংশ। বিমা চুক্তির মেয়াদ কমপক্ষে দুই বছর উত্তীর্ণ হওয়ার পর সমর্পণ মূল্য পরিশোধ করা হয়।

গ উদ্দীপকে মি. দত্ত তার জুট মিলের জন্য অগ্নিবিমা পত্র গ্রহণ করেছিলেন।

অগ্নিবিমা পত্র দ্বারা বিমাকারী নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। যা বিমাকৃত সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এর মাধ্যমে মানুষ তার ক্ষতি ও অনিশ্চয়তাকে প্রতিরোধ করে নিজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণে রাখে।

উদ্দীপকে মি. দত্ত Y জুট মিলের মালিক। তার মিলটি সম্পূর্ণ বিমাকৃত। সাধারণত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিজনিত ক্ষতি অধিক সংঘটিত হওয়ায় মালিকগণ এর সুরক্ষায় অগ্নিবিমাপত্রের শরণাপন্ন হন। অর্থাৎ মি. দত্ত তার জুট মিলের জন্য একটি অগ্নিবিমা পত্র গ্রহণ করেছেন, যা তাকে তার মিলের অগ্নিজনিত ঝুঁকির বিপক্ষে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করেছে। এক্ষেত্রে এ অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণের মাধ্যমে মি. দত্ত সম্ভাব্য ঝুঁকি হ্রাসের পাশাপাশি, তার বিনিয়োগকে নিশ্চিত করেছেন। যার প্রভাব ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ সার্বিকভাবে শিল্পায়নকে নিশ্চিত করেছে।

ঘ উদ্দীপকে বিমাকৃত মিলে রক্ষিত সম্পূর্ণ কাঁচামাল এবং অধিকাংশ যন্ত্রপাতির ক্ষতিপূরণে মি. দত্ত বিমা কোম্পানির নিকট সম্পূর্ণ বিমাদাবি পেশ করন, যা অযৌক্তিক।

অগ্নিবিমাপত্র ক্ষতিপূরণের চুক্তি হওয়ায় ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করে সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ ক্ষতিতে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হলেও আংশিক ক্ষতিতে আংশিক ক্ষতিপূরণই প্রদত্ত হয়।

উদ্দীপকে মি. দত্ত তার সম্পূর্ণ জুট মিলের জন্য অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে দুর্ঘটনাবশত অগ্নিকান্ডে মিলে রক্ষিত সম্পূর্ণ কাঁচামাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে অধিকাংশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ পর্যায়ে মি. দত্ত বিমা কোম্পানির নিকট সম্পূর্ণ বিমাদাবি পেশ করেন।

উলে-খ্য পরিস্থিতিতে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান কেবল রক্ষিত কাঁচামালের ক্ষতিপূরণ সম্পূর্ণ প্রদানে বাধ্য থাকলেও যন্ত্রপাতির ক্ষতিতে তা সম্পূর্ণ প্রদান করবে না। এক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করে তা আংশিক ক্ষতির আওতায় বিমা কোম্পানি প্রদান করবে।

প্রশ্ন ▶৪ ঢাকার মিরপুর একটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। এই এলাকাটি ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে অনেক এগিয়ে। এখানে ছোট ছোট অনেক গার্মেন্টস কারখানা গড়ে উঠেছে। কিন্তু ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বলে কেউই অগ্নিবিমা পলিসি গ্রহণ করেনি। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে আগুন ধরায় প্রায় সকল কারখানা কম বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারখানার সাথে সাথে এলাকার লোকজনও প্রায় সর্বশান্ত হয়ে পড়ে। অগ্নিবিমার মাধ্যমে তারা এ ধরনের বিপদ মোকাবিলা করতে পারে। *[কু. বো. ১৭]*

ক. স্থলাভিষিক্তকরণ কী? ১

খ. অগ্নিবিমা কোন ধরনের চুক্তি তা বুঝিয়ে লিখ? ২

গ. অগ্নিজনিত ঝুঁকির বিপক্ষে কিভাবে অগ্নিবিমা কাজ করে? উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা করো। ৩

ঘ. 'অগ্নিবিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি' উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি অনুযায়ী বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতিতে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পর অবশিষ্ট সম্পত্তির মালিকানা বিমা কোম্পানির নিকট স্থানান্তরিত হয়।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ : জনাব আসগর তার ব্যক্তিগত গাড়িটি ৩০ লক্ষ টাকার বিমা করেন। দুর্ঘটনায় গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমা কোম্পানি জনাব আসগরের বিমাদাবি পরিশোধ করে। এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটি বিমাকোম্পানি জনাব রহমানের নিকট ২০,০০০ টাকায় বিক্রি করে। স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি অনুযায়ী এই ২০,০০০ টাকা জনাব আসগর দাবি করতে পারবেন না। এই অর্থ পাবে উক্ত বিমা কোম্পানি।

খ অগ্নিবিমা হলো অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এ কারণে তা নিঃসন্দেহে ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

অগ্নিকান্ডের ফলে বিমাকৃত সম্পত্তি নষ্ট হলে চুক্তি অনুযায়ী বিমাকারী আর্থিক ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রে ক্ষতি আংশিক বা সম্পূর্ণ যাই হোক না কেন বিমা কোম্পানি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করে থাকে।

গ উদ্দীপকে অগ্নিজনিত ঝুঁকির বিপক্ষে অগ্নিবিমা আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

অগ্নিবিমা হলো অগ্নিজনিত বিপদের ঝুঁকি মোকাবিলার একটি আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এটি এক ধরনের ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

উদ্দীপকে ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত অনেকগুলো ছোট গার্মেন্টস কারখানার কথা বলা হয়েছে। ছোট ব্যবসা বলে কোনো গার্মেন্টস মালিকই অগ্নিবিমা পলিসি গ্রহণ করেননি। এর মধ্যেই হঠাৎ একদিন বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে আগুন ধরায় প্রায় সকল কারখানাই কম বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে অগ্নিবিমা করা থাকলে গার্মেন্টস ব্যবসায়ীরা এ ধরনের বিপদ মোকাবিলা করতে পারতো। কেননা অগ্নিবিমা চুক্তি এ সকল অগ্নিজনিত বিপদে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। অগ্নিজনিত বিপদের কারণে বিমাগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমা কোম্পানি আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। এর মাধ্যমে অগ্নিজনিত ঝুঁকির বিপক্ষে বিমাগ্রহীতাকে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করা ।

ঘ অগ্নিবিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়।

অগ্নিবিমার ক্ষেত্রে দুটি পক্ষের (বিমাকারি এবং বিমাগ্রহীতা) মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পত্তির সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে আর্থিক সহায়তা প্রদানের চুক্তি সম্পাদিত হয়। অগ্নিজনিত ঝুঁকির হাত থেকে বিমাগ্রহীতাকে আর্থিকভাবে রক্ষা করাই এরূপ চুক্তির উদ্দেশ্য।

উদ্দীপকে ঢাকার একটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা মিরপুরের কথা বলা হয়েছে। এখানে অনেকগুলো ছোট ছোট গার্মেন্টস কারখানা গড়ে উঠেছে। ছোট ব্যবসা বলে কোনো গার্মেন্টস মালিকই অগ্নিবিমা পলিসি গ্রহণ করেননি। আর এ জন্যই বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে আগুন ধরায় প্রায় সবাই আর্থিকভাবে কম বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

গার্মেন্টসগুলো অগ্নিবিমার আওতাভুক্ত হলে তারা সহজেই আর্থিক ক্ষতি মোকাবিলা করতে পারতো। কেননা অগ্নিজনিত বিপদের কারণে বিমাগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে অগ্নিবিমার চুক্তি অনুযায়ী তার আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। অগ্নিজনিত কারণে ক্ষতি হলে বিমাপত্রের ধরন অনুযায়ী ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব। এই ক্ষতির

সমপরিমাণ অর্থ বিমাকারি বিমাগ্রহীতাকে প্রদান করলে বিমাগ্রহীতা তার সম্পত্তির পুর্নগঠন করতে পারে। একারণেই অগ্নিবিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়।

প্রশ্ন ▶৫ মি. রাহাত ও মি. আরিফ উভয়ই 'মুন ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড'-এর কাছে অগ্নিবিমা করেন। মি. রাহাত পাটের ব্যবসায়ী ও মি. আরিফ প্রিন্টিং প্রেসের ব্যবসায়ী। মি. রাহাত তার গুদামে সংরক্ষিত ৫০,০০০ টাকা মূল্যের পাটের জন্য ৩০,০০০ টাকা মূল্যের একটি অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে শর্ট সার্কিটের কারণে সংঘটিত অগ্নিকান্ডে ৪০,০০০ টাকার পাট পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু বিমা কোম্পানি তাকে ৩০,০০০ টাকাই প্রদান করেন। অন্যদিকে, মি. আরিফের প্রেসের প্রিন্টিং মেশিনে আগুন লেগে তা একেবারেই অচল হয়ে পড়ে। এতে বিমা কোম্পানি তাকে আর্থিক কোন ক্ষতিপূরণ না দিয়ে নতুন আর একটি মেশিন কারখানাতে স্থাপন করে দেয়। এতে রাহাত একটু মনঃক্ষুণ্ন হলেও বিমা কর্মকর্তা নিজেদেরকেই সঠিক দাবি করেন। *[চ. বো. ১৭]*

ক. প্রিমিয়াম কী? ১
খ. অগ্নিবিমার নৈতিক ঝুঁকি বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকের মি. রাহাত কোন ধরনের অগ্নিবিমাপত্র সংগ্রহ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বিমা কর্মকর্তা তাদেরকে সঠিক বলার পেছনে যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাচুক্তিতে বিমাকারীর ঝুঁকি বহনের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে বিমাগ্রহীতা বিমাকারীকে যে অর্থ প্রদান করে তাকে প্রিমিয়াম বলে।

সহায়ক তথ্য

প্রিমিয়াম : জীবন বিমার ক্ষেত্রে বিমা প্রিমিয়াম সাধারণত কিস্তিতে পরিশোধ্য। তবে নৌ, অগ্নি ও অন্যান্য বিমার ক্ষেত্রে একবারেই এরূপ প্রিমিয়াম পরিশোধ করা হয়।

খ অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকি বেশি থাকে।

বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী লোকজনের কার্যকলাপ থেকে সৃষ্ট ঝুঁকিকেই অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকি বলে। নৈতিক ঝুঁকি অদৃশ্যমান এবং তা মানুষের ওপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক ঝুঁকির মতো এ ঝুঁকি অনুমান করা প্রায় অসম্ভব। পণ্যের গুদাম বিমা করে পরবর্তীতে পণ্য সরিয়ে আগুন লাগানো ও ক্ষতিপূরণ আদায় করা নৈতিক ঝুঁকির আওতাভুক্ত।

গ উদ্দীপকের মি. রাহাত অগ্নি বিমাপত্রের আওতাভুক্ত নির্দিষ্ট বিমাপত্র সংগ্রহ করেছিলেন।

নির্দিষ্ট বিমাপত্রে কোনো সম্পত্তির বিপরীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যের উলে-খ থাকে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ যাই হোক বিমা কোম্পানি ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকে মি. রাহাত মুন ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের সাথে একটি অগ্নিবিমা করেন। তিনি ৫০ হাজার টাকা মূল্যের পাটের জন্য ৩০,০০০ টাকা মূল্যের একটি অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ৪০,০০০ টাকার পাট গুদামে ইলেকট্রিক লাইনে শর্টসার্কিটের কারণে পুড়ে যায়। এতে বিমা কোম্পানি তাকে ৩০,০০০ টাকা পর্যন্তই ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। কেননা তার বিমাপত্রটি এরূপ ছিল যে, পণ্যের ক্ষতির পরিমাণ যাই হোক বিমা কোম্পানি নির্দিষ্ট মূল্য ৩০,০০০ টাকাই ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। তাই বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বলা যায়, মি. রাহাতের বিমাপত্রটি একটি নির্দিষ্ট বিমাপত্র।

ঘ উদ্দীপকে অগ্নিবিমার পুনঃস্থাপন বিমাপত্রের শর্তানুযায়ী বিমা কর্মকর্তাদের পদক্ষেপটি সঠিক এবং যথার্থ।

পুনঃস্থাপন বিমাপত্রের ক্ষেত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে কোনো আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করে না। আর্থিক ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে সম্পত্তি পুনঃস্থাপন করে দেয়।

উদ্দীপকে মি. আরিফ প্রিন্টিং প্রেসের ব্যবসায়ী। তিনি মুন ইন্সুরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে একটি অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। হঠাৎ একদিন আগুন লেগে তার প্রিন্টিং মেশিনটি নষ্ট হয়ে যায়। এতে বিমা কোম্পানি আর্থিক ক্ষতিপূরণ না দিয়ে বিমাগ্রহীতাকে নতুন আরেকটি মেশিন কারখানাতে স্থাপন করে দেয়।

বিমা চুক্তির শর্তানুযায়ী বিমা কোম্পানি মি. আরিফকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেয়নি, বরং সম্পত্তি পুনঃস্থাপন করেছে। অর্থাৎ আরিফের গৃহীত বিমাপত্রটি হলো পুনঃস্থাপন বিমাপত্র। তাই বলা যায়, বিমা কর্মকর্তা কর্তৃক নিজেদেরকে সঠিক দাবি করার বিষয়টি যৌক্তিক ছিল।

প্রশ্ন ▶৬ জনাব ফারুক একজন পোশাক ব্যবসায়ী। তিনি অগ্নিজনিত ক্ষতির কথা চিন্তা করে সাদিয়া ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নিকট থেকে তার ৫ লক্ষ টাকার তৈরি পোশাকের জন্য ৪ লক্ষ টাকায় একটি অগ্নিবিমা পলিসি গ্রহণ করেন। বিমাকৃত সময়ের মধ্যে আগুন লেগে জনাব ফারুকের ২ লক্ষ টাকার সমপরিমাণ ক্ষতি সাধিত হয়। তিনি বিমা কোম্পানির নিকট ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমা কোম্পানিটি তাকে দাবিকৃত অর্থ পরিশোধে অস্বীকৃতি জানায়। *[সি. বো. ১৭]*

ক. ঘোষণাযুক্ত বিমাপত্র কী? ১
খ. অগ্নিবিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় কেন? ২
গ. জনাব ফারুক কোন ধরনের অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতার দাবিকৃত অর্থ পরিশোধে বিমা কোম্পানির অস্বীকৃতির যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিমাপত্রে বিমাগ্রহীতা তার নিকট সর্বোচ্চ যে পরিমাণ পণ্য মজুত থাকতে পারে তার ওপর বিমাপত্র গ্রহণ করে এবং প্রিমিয়ামের ৭৫% অগ্রিম প্রদান করে তাকে ঘোষণাযুক্ত বিমাপত্র বলে।

খ অগ্নিবিমা হলো অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এ কারণে তা নিঃসন্দেহে ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

অগ্নিকান্ডের ফলে বিমাকৃত সম্পত্তি নষ্ট হলে চুক্তি অনুযায়ী বিমাকারী আর্থিক ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রে ক্ষতি আংশিক বা সম্পূর্ণ যাই হোক না কেন বিমা কোম্পানি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করে থাকে।

গ উদ্দীপকে জনাব ফারুক মূল্যায়িত অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন।

মূল্যায়িত বিমাপত্র সম্পাদনকালেই বিমাকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করে এরূপ বিমাচুক্তি গৃহীত হয়।

উদ্দীপকে জনাব ফারুক একজন পোশাক ব্যবসায়ী। তিনি অগ্নিজনিত ক্ষতির কথা বিবেচনা করে সাদিয়া ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নিকট থেকে একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। উক্ত বিমাপত্রে পাঁচ লক্ষ টাকার তৈরি পোশাকের জন্য চার লক্ষ টাকা বিমাকৃত মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে বিমাকৃত সম্পত্তির মূল্য নির্ধারিত হয়েছে, যা মূল্যায়িত বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে মূল্যায়িত বিমাপত্রের অধীনে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর আংশিক ক্ষতিতে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দাবি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী অযৌক্তিক হওয়ায় বিমা কোম্পানি কর্তৃক তা প্রত্যাখ্যান করা যথার্থ হয়েছে।

মূল্যায়িত বিমাপত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ ক্ষতিতে বিমাকৃত মূল্য দ্বারা বিমাকারী ক্ষতিপূরণ প্রদান করে থাকে। তবে আংশিক ক্ষতির বেলায় সম্পত্তির কত অংশের ক্ষতি হয়েছে তা নির্ধারণ করে বিমাকৃত মূল্যের বিচারে আংশিক ক্ষতি নিরূপিত হয়।

উদ্দীপকে জনাব ফারুক একজন পোশাক ব্যবসায়ী। তিনি অগ্নিজনিত ক্ষতির আশঙ্কায় একটি মূল্যায়িত অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেন। উক্ত বিমাপত্রে বিমাকৃত মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে চার লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে বিমাকৃত সময়ের মধ্যে আগুন লেগে দুই লক্ষ টাকার সমপরিমাণ ক্ষতি সাধিত হয়। যা তিনি বিমা কোম্পানির নিকট বিমা দাবি হিসেবে উত্থাপন করেন।

উদ্দীপকে সংঘটিত ক্ষতিটি একটি আংশিক ক্ষতি। এ ধরনের ক্ষতি পূরণে মূল্যায়িত বিমাপত্রে সম্পত্তির আনুপাতিক হার নির্ণয় করে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। তাই এ পর্যায়ে ক্ষতির পরিমাণ দুই লক্ষ

টাকা হলেও বিমাকারী যৌক্তিকভাবেই সম্পত্তির আনুপাতিক হার বিবেচনা করে ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকবে।

প্রশ্ন ▶ ৭ মিনা বিদেশ গমনের পূর্বে দশ লক্ষ টাকা মূল্যের একটি গাড়ি ক্রয় করেন এবং তার বান্ধবী টিনার হেফাজতে এক বছরের জন্য রেখে যান। নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে টিনা গাড়িটি এক বছরের মধ্যে অগ্নি দুর্ঘটনায় গাড়িটি আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতি অনুপাতে ক্ষতিপূরণ পাবেন এই মর্মে রয়েল বিমা কোম্পানির সাথে বিমা চুক্তি করার প্রস্তাব প্রদান করেন। কিন্তু রয়েল বিমা কোম্পানি টিনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্তগ্রহণ করে। *[য. বো. ১৭]*

ক. অগ্নিবিমা কী? ১

খ. অগ্নিবিমা ক্ষতিপূরণের বিমা কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে টিনা কোন ধরনের অগ্নিবিমা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত রয়েল বিমা কোম্পানির টিনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত কতটুকু যৌক্তিক ছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষাই হলো অগ্নিবিমা।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ : জনাব আজিমের একটি কাপড়ের দোকান আছে। তিনি তার দোকানের পণ্যের অগ্নিজনিত সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে সান ইন্স্যুরেন্স লি.-এর সাথে একটি অগ্নিবিমা চুক্তি সম্পাদন করেন। জনাব আজিমের দোকানের পণ্য যদি অগ্নিজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে চুক্তি অনুযায়ী সান ইন্স্যুরেন্স লি. ক্ষতিপূরণ করবে।

খ অগ্নিবিমা হলো অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এ কারণে তা নিঃসন্দেহে ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

অগ্নিকান্ডের ফলে বিমাকৃত সম্পত্তি নষ্ট হলে চুক্তি অনুযায়ী বিমাকারী আর্থিক ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রে ক্ষতি আংশিক হোক বা সম্পূর্ণ হোক বিমা কোম্পানি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করে ।

গ উদ্দীপকে টিনা মূল্যায়িত অগ্নিবিমা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

মূল্যায়িত অগ্নিবিমার ক্ষেত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য আগে থেকেই উভয়পক্ষের সম্প্রতিক্রমে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কোনো ক্ষতির উদ্ভব হলে সম্পত্তির কত অংশের ক্ষতি হয়েছে তা নির্ধারণ করে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়।

উদ্দীপকে মিনা বিদেশ যাওয়ার পূর্বে তার গাড়িটি টিনার হেফাজতে এক বছরের জন্য রেখে যান। নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে টিনা গাড়িটির জন্য একটি অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। তাই গাড়িটি অগ্নি দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতি অনুপাতে তিনি ক্ষতিপূরণ পাবেন এ মর্মে রয়েল বিমা কোম্পানিকে বিমাচুক্তির প্রস্তাব করেন। অর্থাৎ তিনি এরূপ প্রস্তাব করেন যে, গাড়িটির বিমাকৃত মূল্য পূর্ব থেকেই নির্ধারিত থাকবে এবং যে অংশের ক্ষতি হবে তা নির্ধারণ করে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলা যায়, তার প্রস্তাবকৃত অগ্নিবিমাটি হলো মূল্যায়িত বিমাপত্র।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত গাড়িতে টিনার বিমাযোগ্য স্বার্থ না থাকায় বিমা কোম্পানি কর্তৃক টিনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক।

বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ওপর বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থকে বোঝায়। এটি বিমাচুক্তির একটি অপরিহার্য উপাদান।

উদ্দীপকে বর্ণিত গাড়িটির প্রকৃত মালিক মিনা। তিনি বিদেশ যাওয়ার পূর্বে গাড়িটি টিনার কাছে রেখে যান। টিনা গাড়িটির জন্য রয়েল বিমা কোম্পানিকে অগ্নিবিমা চুক্তির প্রস্তাব দেন। তবে বিমা কোম্পানি তা প্রত্যাখ্যান করে।

দুর্ঘটনাজনিত বা অন্য কোনো কারণে গাড়িটি ধ্বংস বা নষ্ট হলে টিনার কোনো আর্থিক ক্ষতি হবে না। বরং গাড়িটির প্রকৃত মালিক মিনা এ আর্থিক ক্ষতি বহন করবে । অর্থাৎ বিমার বিষয়বস্তুতে টিনার কোনো স্বার্থ নেই। এরূপ বিমাযোগ্য স্বার্থ ব্যতিত বিমা চুক্তি বৈধ নয়। তাই রয়েল বিমা কোম্পানি এ চুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত নেয়, যা অবশ্যই যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ৮ জনাব আবুল একজন বসুন্ধরা (সিলিন্ডার) গ্যাস ব্যবসায়ী। তিনি তার নিরাপত্তার জন্য উক্ত সম্পদের বিপরীতে ৭০ লক্ষ টাকার বিমা করেন। পক্ষান্তরে তার বিমাকারী নিরাপত্তার জন্য অপর এক বিমা কোম্পানির সাথে ৬০ লক্ষ টাকার বিমা করে। অগ্নিকান্ডে জনাব আবুলের ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। তিনি তার বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণের জন্য দাবি পেশ করেন। *[ব. বো. ১৭]*

ক. অগ্নিবিমা কী? ১

খ. অগ্নিবিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি কেন? ২

গ. মি. আবুলের বিমাকারী কীরূপ বিমা করেছে? বুঝিয়ে লেখো। ৩

ঘ. মি. আবুল কি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাবেন? মতামত দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষাই হলো অগ্নিবিমা।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ : জনাব আজিমের একটি কাপড়ের দোকান আছে। তিনি দোকানের পণ্যের অগ্নিজনিত সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে সান ইন্স্যুরেন্স লি.-এর সাথে একটি অগ্নিবিমা চুক্তি সম্পাদন করেন। জনাব আজিমের দোকানের পণ্য যদি অগ্নিজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে চুক্তি অনুযায়ী সান ইন্স্যুরেন্স লি. ক্ষতিপূরণ করবে।

খ অগ্নিবিমা হলো অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এ কারণে তা নিঃসন্দেহে ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

অগ্নিকান্ডের ফলে বিমাকৃত সম্পত্তি নষ্ট হলে চুক্তি অনুযায়ী বিমাকারী আর্থিক ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রে ক্ষতি আংশিক বা সম্পূর্ণ যাই হোক না কেন বিমা কোম্পানি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করে থাকে।

গ উদ্দীপকে মি. আবুলের বিমাকারী প্রতিষ্ঠানটি পুনর্বিমা করেছে।

পুনর্বিমা বলতে বিমা কোম্পানি কর্তৃক তার গৃহীত ঝুঁকির অংশ বিশেষ পুনঃচুক্তির মাধ্যমে অন্য কোনো বিমা কোম্পানির ওপর ন্যস্ত করাকে বোঝায়। এক্ষেত্রে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয়ই বিমা কোম্পানি হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে জনাব আবুল একজন বসুন্ধরা (সিলিন্ডার) গ্যাস ব্যবসায়ী। তিনি তার আর্থিক নিরাপত্তার জন্য উক্ত সম্পদের বিপরীতে ৭০ লক্ষ টাকার বিমা করেন। অন্যদিকে, তার বিমাকারী প্রতিষ্ঠানটি নিজেদের নিরাপত্তার জন্য অপর একটি বিমা কোম্পানির সাথে ৬০ লক্ষ টাকার বিমা করে। অর্থাৎ মি. আবুলের বিমা কোম্পানি ঝুঁকি কমানোর উদ্দেশ্যেই অন্য বিমা কোম্পানির সাথে পুনঃচুক্তি করেছে। এ সকল বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে বলা যায়, মি. আবুলের বিমা কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত বিমাটি একটি পুনর্বিমা।

ঘ উদ্দীপকে মি. আবুল অবশ্যই সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাবেন।

জীবন বিমা ব্যতীত সকল বিমাই ক্ষতিপূরণের চুক্তি। চুক্তিতে উলে-খিত কারণে ক্ষতির উদ্ভব হলে বিমাগ্রহীতা অবশ্যই এর ক্ষতিপূরণ পাবেন।

উদ্দীপকে জনাব আবুল একজন বসুন্ধরা (সিলিন্ডার) গ্যাস ব্যবসায়ী। তিনি তার আর্থিক নিরাপত্তার জন্য উক্ত সম্পদের বিপরীতে ৭০ লক্ষ টাকার অগ্নিবিমা করেন। অগ্নিকান্ডের কারণে জনাব আবুলের ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়।

জনাব আবুলের অগ্নিবিমাটি হলো ক্ষতিপূরণের চুক্তি। তাই অগ্নিকান্ডের ফলে তার সম্পদের ক্ষতিতে তিনি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার দাবিদার। যদিও তার বিমা কোম্পানি বিমাপত্রটি অন্য আরেকটি বিমা কোম্পানির সাথে পুনর্বিমা করেছে। তবুও জনাব আবুল এ ক্ষতিপূরণ তার বিমা কোম্পানির নিকট থেকেই পাবেন। তার বিমা কোম্পানি পুনর্বিমা চুক্তি অনুযায়ী পরবর্তীতে তাদের বিমা দাবি অন্য বিমা কোম্পানির নিকট থেকে আদায় করে নেবে। সুতরাং, জনাব আবুল বিমাকৃত সম্পদের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ তার বিমা কোম্পানির নিকট থেকেই পাবেন।

প্রশ্ন ▶ ৯ টিপু সাহেব একজন কাপড়ের ব্যবসায়ী। তিনি অগ্নিজনিত ঝুঁকি হ্রাসের জন্য দুটি বিমা কোম্পানির সাথে বিমা চুক্তি করেছেন। বিমা চুক্তিতে তার সমুদয় সম্পত্তির মূল্য ৫ কোটি টাকা উলে-খ করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগে তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালামাল সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিপূরণের পর উভয় বিমা কোম্পানি উদ্ধারযোগ্য অবশিষ্টাংশের মালিকানা নিয়ে নেয়। *[ঢা. বো. ১৬]*

ক. অগ্নিজনিত ঝুঁকি কী? ১

খ. অগ্নিবিমায় প্রত্যক্ষ কারণ বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২
গ. টিপু সাহেব কোন ধরনের অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে টিপু সাহেবকে ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে কোন নীতির প্রতিফলন ঘটেছে? বিশে-ষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অগ্নিজনিত ঝুঁকি বলতে অগ্নিকান্ডের ফলে সৃষ্ট বিপদ বা ক্ষতিকেই বুঝায়।

খ অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকি বেশি হওয়ায় অগ্নিবিমার প্রত্যক্ষ কারণ বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ।

অগ্নিবিমার ক্ষেত্রে যে কেউ পণ্য সরিয়ে ইচ্ছে করে আগুন লাগিয়ে বিমাদাবি পেশ করতে পারে। এছাড়া অবহেলা, অসতর্কতা ইত্যাদি কারণেও অগ্নিসংযোগ ঘটতে পারে। তাই ক্ষতিপূরণ প্রদানের পূর্বে অগ্নিবিমার প্রত্যক্ষ কারণ বিবেচনা করা বিমা কোম্পানির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকে টিপু সাহেব মূল্যায়িত অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

যে বিমাপত্রে বিমাকৃত সম্পত্তির মূল্য আগে থেকেই উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে নির্ধারণ করে বিমা চুক্তি করা হয় তাকে মূল্যায়িত বিমাপত্র বলে।

উদ্দীপকে টিপু সাহেব একজন কাপড়ের ব্যবসায়ী। তিনি অগ্নিজনিত ঝুঁকি হ্রাসের জন্য দুটি বিমা কোম্পানির সাথে বিমাচুক্তি করেছেন। বিমাচুক্তিতে তার সমুদয় সম্পত্তির মূল্য ৫ কোটি টাকা উলে-খ করেন। সাধারণত অগ্নিবিমার মূল্যায়িত বিমাপত্রে বিমাচুক্তি করার সময় পূর্ব থেকে সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। যেহেতু এখানে বিমাচুক্তির সময় বিমার বিষয়বস্তু উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে ৫ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয় সেহেতু এটি মূল্যায়িত বিমার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং, টিপু সাহেব অগ্নিবিমার মূল্যায়িত বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে টিপু সাহেবকে ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে বিমার স্থলাভিষিক্তকরণের নীতির প্রতিফলন ঘটেছে।

অধিকার স্থানান্তরের নীতিকে স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি বলে। এ নীতি অনুযায়ী বিমাকৃত বস্তুর সম্পূর্ণ ক্ষতিতে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান সাপেক্ষে বিমাকৃত সম্পত্তির অবশিষ্টাংশের মালিক হবে বিমা কোম্পানি।

উদ্দীপকে টিপু সাহেব কাপড়ের জন্য অগ্নিবিমার মূল্যায়িত বিমাপত্র গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে, শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লেগে ক্ষতি হওয়ায় বিমা কোম্পানিদ্বয় ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বাধ্য হয়। তবে উভয় কোম্পানি উদ্ধারযোগ্য অবশিষ্টাংশের মালিকানা নিয়ে নেয়।

বিমাচুক্তিতে উলি-খিত কারণে ক্ষতি হওয়ার কারণেই বিমা কোম্পানিদ্বয় সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। বিমার স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি অনুযায়ী সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পর উদ্ধারযোগ্য অংশের মালিকানা পাবে বিমা কোম্পানি। উদ্দীপকে উদ্ধারযোগ্য অংশ বিমা কোম্পানিদ্বয় নিয়ে যায়। সুতরাং, এখানে বিমার স্থলাভিষিক্তকরণের নীতির প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ১০ মি. রায়হান একজন সুপ্রতিষ্ঠিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক। তার কিছু পণ্য সবসময় শিল্প গুদামে, কিছু আঞ্চলিক গুদামে, কিছু বন্দরের সংরক্ষিত গুদামে জমা থাকে। তিনি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পণ্যের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবেন। তাই একটিমাত্র বিমাপত্রের আওতায় তার সকল পণ্যের বিমা করেন। একদিন হঠাৎ করে আঞ্চলিক কেন্দ্রে রক্ষিত পণ্য আগুনে পুড়ে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। তিনি যথানিয়মে বিমা দাবি উপস্থাপন করেন। *[দি. বো. ১৬]*

ক. অগ্নি অপচয় কী? ১
খ. মূল্যায়িত বিমাপত্র বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে মি. রায়হান কী ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. রায়হান কি বিমা দাবি পাওয়ার অধিকারী? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অগ্নিকান্ডের ফলে সহায়-সম্পত্তির যে ক্ষতি হয় তাকে অগ্নি ক্ষতি বা অপচয় বলে।

খ অগ্নিবিমা চুক্তির সময় বিমাপত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য আগে থেকে নির্ধারণ করা থাকলে তাকে মূল্যায়িত বিমাপত্র বলে।

এক্ষেত্রে দুর্ঘটনার পর ক্ষতির পরিমাণ মূল্যায়ন করা হয় না এবং সম্পত্তির মূল্যের কোনো প্রমাণাদিও দাখিল করতে হয় না। সম্পত্তির বাজারমূল্য যাই হোক না কেন, বিমাগ্রহীতা পূর্বনির্ধারিত মূল্যের সমান ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে।

গ উদ্দীপকে মি. রায়হান ভাসমান অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

যে বিমা ব্যবস্থায় একই ব্যক্তির বিভিন্ন স্থানের সম্পত্তি একটি বিমাপত্রের আওতায় বিমা করা হয় তাকে ভাসমান বিমাপত্র বলে। এ বিমাপত্রে প্রতিটি পণ্যের জন্য পৃথক প্রিমিয়াম নির্ধারণ করে মোট প্রিমিয়ামের গড় নির্ণয় করে প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হয়।

উদ্দীপকে মি. রায়হান একজন সুপ্রতিষ্ঠিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক। তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী শিল্প গুদামে, আঞ্চলিক গুদামে ও বন্দরের সংরক্ষিত গুদামে পণ্য রাখেন। এসব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সম্পদের নিরাপত্তায় একটিমাত্র বিমাপত্র গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে প্রতিটি স্থানের পণ্যের আলাদা আলাদা মূল্য নির্ধারণ করে প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব বৈশিষ্ট্য ভাসমান বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্য হওয়ায় গৃহীত বিমাপত্রটি একটি ভাসমান বিমাপত্র।

ঘ উদ্দীপকে মি. রায়হান যৌক্তিকভাবেই বিমাদাবির পাওয়ার অধিকারী।

ভাসমান বিমাপত্রের আওতায় বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত সম্পত্তি বা পণ্যের জন্য আলাদা আলাদা প্রিমিয়াম নির্ধারণ করে গড় থেকে প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। কোনো পণ্যের ক্ষতি হলে বিমাগ্রহীতা প্রিমিয়াম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ লাভ করেন।

উদ্দীপকে মি. রায়হানের শিল্প গুদামে, আঞ্চলিক গুদামে ও বন্দরের সংরক্ষিত গুদামে পণ্য জমা রয়েছে। এসব বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পণ্যের জন্য সে একটিমাত্র ভাসমান অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করে। হঠাৎ একদিন আঞ্চলিক কেন্দ্রে রক্ষিত পণ্য আগুনে পুড়ে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় এবং যথানিয়মে মি. রায়হান বিমাদাবি উপস্থাপন করেন।

মি. রায়হানের উত্থাপিত বিমাদাবিটি বিমাচুক্তি অনুযায়ী যথার্থ। যেহেতু তিনি ভাসমান অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন এবং বিমাপত্রে উলি-খিত সম্পত্তির মধ্যে আঞ্চলিক কেন্দ্রে রক্ষিত পণ্যও অন্তর্ভুক্ত। তাই বিমাপত্রের বিষয়বস্তু অগ্নি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তিনি যৌক্তিকভাবেই বিমাদাবি পাওয়ার অধিকারী।

প্রশ্ন ▶ ১১ জনাব তৌহিদ একটি আসবাবপত্রের দোকানের মালিক। তিনি তার দোকানে রক্ষিত ২ লক্ষ টাকার আসবাবপত্রের জন্য ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার একটি অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেন। সম্প্রতি আগুন লেগে উক্ত দোকানের ৮০ হাজার টাকা সমমূল্যের আসবাবপত্র পুড়ে যায়। তিনি বিমা প্রতিষ্ঠানের কাছে সম্পূর্ণ ৮০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমা প্রতিষ্ঠানটি তার দাবি প্রত্যাখ্যান করে এবং গড়পড়তা হারে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেয়। *[কু. বো. ১৬]*

ক. নৈতিক ঝুঁকি কী? ১
খ. অগ্নিবিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় কেন? ২
গ. জনাব তৌহিদের প্রাপ্তব্য প্রকৃত বিমা দাবির পরিমাণ নিরূপণ করো। ৩
ঘ. বিমা কোম্পানি কর্তৃক গড়পড়তা হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান কতটা যৌক্তিক? বিমার ধরন বিবেচনায় তোমার মতামত দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী লোকজনের কার্যকলাপ থেকে সৃষ্ট ঝুঁকিকেই নৈতিক ঝুঁকি বলে।

খ অগ্নিবিমা হলো অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এ কারণে তা নিঃসন্দেহে ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

অগ্নিকান্ডের ফলে বিমাকৃত সম্পত্তি নষ্ট হলে চুক্তি অনুযায়ী বিমাকারী আর্থিক ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রে ক্ষতি আংশিক বা সম্পূর্ণ যাই হোক না কেন বিমা কোম্পানি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করে থাকে।

গ জনাব তৌহিদের প্রাপ্তব্য প্রকৃত বিমাদাবির পরিমাণ নিম্নরূপ:
আমরা জানি,

$$\text{বিমাদাবি} = \frac{\text{বিমাপত্রের মূল্য বা বিমাকৃত অঙ্ক}}{\text{দুর্ঘটনাকালে সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য}} \times \text{ক্ষতি}$$

$$= \frac{১,৬০,০০০}{২,০০,০০০} \times ৮০,০০০$$

$$= ৬৪,০০০ \text{ টাকা}$$

সুতরাং জনাব তৌহিদের প্রাপ্তব্য প্রকৃত বিমাদাবির পরিমাণ ৬৪,০০০ টাকা।

ঘ বিমা কোম্পানি কর্তৃক গড়পড়তা হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করাটা যৌক্তিক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

যে বিমাপত্রের বেলায় ক্ষতির উদ্ভব হলে বিমাপত্রে উলি-খিত পরিমাণ বিমাদাবি পরিশোধ না করে গড়পড়তা হারে তা নির্ণয় করা হয় তাকে গড়পড়তা বিমাপত্র বলে। এরূপ বিমাপত্র নির্দিষ্ট বিমাপত্রের বিপরীত।

উদ্দীপকে মি. তৌহিদ একজন ব্যবসায়ী। সে তার দোকানে রক্ষিত ২ লক্ষ টাকার আসবাবপত্রের জন্য ১,৬০,০০০ টাকায় একটি অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করে। আগুন লেগে ৮০ হাজার টাকার আসবাবপত্র ক্ষতি হলে সে বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করে। কিন্তু বিমা কোম্পানি ৮০ হাজার টাকার দাবি প্রত্যাখ্যান করে গড়পড়তা হারে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেয়।

এখানে জনাব তৌহিদের অগ্নিজনিত ক্ষতির সম্পূর্ণ অংশ বিমাকৃত নয়। কেননা, তিনি ২ লক্ষ টাকার আসবাবপত্রের জন্য ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার বিমাপত্র গ্রহণ করেন। অর্থাৎ বাকি ৪০ হাজার টাকা মূল্যের আসবাবপত্র অবিমাকৃত অংশ। যার জন্য জনাব তৌহিদকে প্রিমিয়ামও কম দিতে হয়েছে। তাই ৮০ হাজার টাকা মূল্যের আসবাবপত্র পুড়ে গেলেও সম্পূর্ণ অংশ বিমাকৃত ছিল না। চুক্তি অনুযায়ী বিমা কোম্পানি বিমাকৃত অংশেরই ক্ষতিপূরণ করবে। তাই বিমাকারী গড়পড়তা হারে ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করে ক্ষতিপূরণ করে যা যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶১২ দিনাজপুরের জনাব আব্দুল লতিফ একটি জুট মিলের মালিক। জুট মিল সংলগ্ন দুটি পাটের গুদামও রয়েছে তার। তিনি ৫,০০,০০,০০০ টাকা মূল্যের মিলের জন্য 'মুন ইন্স্যুরেন্স' কোম্পানির নিকট ৩ কোটি ও 'সান ইন্স্যুরেন্স' কোম্পানির নিকট ১ কোটি টাকারর বিমাপত্র গ্রহণ করেন। তাছাড়া গুদামের জন্য ৫০,০০,০০০ টাকা মূল্যের পাট আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হলেও 'স্টার ইন্স্যুরেন্স' কোম্পানি ৫০,০০,০০০ টাকাই বিমা দাবি পরিশোধ করবে মর্মে আরও একটি বিমাপত্র করেন। একদিন রাতে শর্টসার্কিট থেকে আগুনে জনাব লতিফের সব পাট পুড়ে যায় এবং মিলের কিছু অংশ আগুনে বিনষ্ট হয়, যার আর্থিক মূল্য ১,০০,০০,০০০ টাকা। অতঃপর আব্দুল লতিফ মুন, সান ও স্টার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণ চেয়ে আবেদন করেন। *[য. বো. ১৬]*

ক. স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি কী? ১
খ. নির্দিষ্ট বিমাপত্র বলতে কী বোঝায়? ২
গ. 'স্টার ইন্স্যুরেন্স' কোম্পানি হতে জনাব আব্দুল লতিফের গৃহীত বিমাপত্রটি কোন ধরনের? বুঝিয়ে লেখো। ৩
ঘ. জনাব আব্দুল লতিফ মিলের ক্ষতির সম্পূর্ণ অর্থ কেন পাবে না? ব্যাখ্যা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে নীতি অনুযায়ী বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতিতে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণের পর অবশিষ্ট সম্পত্তির মালিকানা বিমা কোম্পানির নিকট স্থানান্তরিত হয় তাকে স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি বলে।

খ যে বিমাপত্রে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তির বিপক্ষে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যের উলে-খ থাকে এবং ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি উলি-খিত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ করে তাকে নির্দিষ্ট বিমাপত্র বলে।

নির্দিষ্ট কোনো সম্পত্তির বিমা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং নির্দিষ্ট অর্থে বিমা করা হয়। ক্ষতির পরিমাণ যাই হোক না কেন, ক্ষতি সংঘটিত হলে বিমাকারী বিমাপত্রে উলি-খিত নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যই পরিশোধ করে থাকে। কোনো অবস্থাতেই বিষয়বস্তুর নির্ধারিত অঙ্কের কম বা বেশি অর্থ প্রদান করতে পারবে না।

গ স্টার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি হতে জনাব আব্দুল লতিফের গৃহীত বিমাপত্রটি একটি নির্দিষ্ট বিমাপত্র।

নির্দিষ্ট বিমাপত্রে কোনো সম্পত্তির নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য ধার্য করে বিমাকারী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ দিতে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। এ ধরনের বিমাপত্রের ক্ষেত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর আংশিক ক্ষতি হলেও বিমা কোম্পানি সম্পূর্ণ সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকে। তবে ক্ষতিপূরণ প্রদানের পর বিমাকৃত সম্পত্তির মালিক হবে বিমা কোম্পানি।

উদ্দীপকে জনাব আব্দুল লফিত একটি জুট মিলের মালিক। জুট মিলের পাশে তার দুটি পাটের গুদাম রয়েছে। তিনি ৫০,০০,০০০ টাকা মূল্যের পাটের জন্য স্টার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। বিমাচুক্তি অনুযায়ী পাটের আংশিক ক্ষতি হলেও বিমা কোম্পানি সম্পূর্ণ ৫০,০০,০০০ টাকাই পরিশোধ করবে। তার এ বিমাপত্র অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যের পাটের আংশিক ক্ষতি হলেও সে ৫০,০০,০০০ টাকাই ক্ষতিপূরণ পাবে। তাই বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে স্টার ইন্স্যুরেন্স থেকে তার গৃহীত বিমাপত্রটিকে নির্দিষ্ট বিমাপত্র বলা যায়।

ঘ সম্পূর্ণ মিলের ওপর বিমা না করায় জনাব আব্দুল লতিফ মিলের ক্ষতির সম্পূর্ণ অর্থ পাবে না।

বিমা হলো এক ধরনের লিখিত চুক্তি যার মাধ্যমে বিমাগ্রহীতা তার সম্পদ বিনষ্টের ঝুঁকি বিমাকারীর ওপর অর্পণ করে। বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতি হলে তাই বিমা কোম্পানি চুক্তি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ করে থাকে। এক্ষেত্রে চুক্তির শর্তই এর নিয়ন্ত্রণকারী উপাদান।

উদ্দীপকে জুট মিল মালিক জনাব আব্দুল লতিফ তার জুট মিলের ওপর বিমা করেন। তিনি ৫,০০,০০,০০০ টাকা মুল্যের মিলের জন্য মুন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নিকট ৩ কোটি ও সান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নিকট ১ কোটি টাকার বিমাপত্র গ্রহণ করেন। শর্টসার্কিটে আগুনে তার মিলের কিছু অংশ আগুনে বিনষ্ট হয়। এর আর্থিক মূল্য ১,০০,০০,০০০ টাকা। অতঃপর আব্দুল লতিফ ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করেন।

বিমার মাধ্যমে বিমাকৃত সম্পদের ক্ষতির বিপক্ষে ক্ষতিপূরণ করা হয়। সম্পূর্ণ সম্পদের বিমা করা হলে সম্পূর্ণ ক্ষতিই বিমা কোম্পানি পূরণে বাধ্য। আংশিক সম্পত্তির ওপর বিমা করলে বিমা কোম্পানি আংশিক ক্ষতির বিপক্ষে ক্ষতিপূরণ করবে। জনাব আব্দুল লতিফ ৫,০০,০০,০০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তির জন্য মোট ৪,০০,০০,০০০ টাকার বিমাপত্র গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তিনি তার সম্পত্তির $\frac{৪}{৫}$ অংশের জন্য বিমাপত্রটি গ্রহণ করেছেন। ফলে তার ক্ষতি হলে মোট ক্ষতির $\frac{৪}{৫}$ অংশের ক্ষতিপূরণই পাবেন। এখানে আগুন লেগে তার মিলের ১,০০,০০,০০০ টাকার ক্ষতি হলেও বিমাকৃত অংশ ছিল $\frac{৪}{৫}$ অংশ। অর্থাৎ বিমাকৃত ক্ষতির অংশ ৮০,০০,০০০ টাকা এবং তিনি এই ৮০,০০,০০০ টাকাই ক্ষতিপূরণ পাবেন। সুতরাং সম্পূর্ণ অংশ বিমাকৃত না থাকায় তিনি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাবেন না।

প্রশ্ন ▶১৩ এনার্জি প্যাক লি. তাদের কারখানার ১ কোটি টাকার যন্ত্রপাতির জন্য ৭০ লক্ষ টাকার অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। কারখানায় আগুন লেগে তাদের সমস্ত যন্ত্রপাতি পুড়ে যায়। তখন

যন্ত্রপাতিটির বাজার মূল্য ছিল ৮০ লক্ষ টাকা। প্রতিষ্ঠানটি বিমা কোম্পানির কাছে ৮০ লক্ষ টাকা বিমাদাবি করেন। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*

ক. অগ্নিজনিত ক্ষতি কী? ১

খ. সম্পত্তির দাহ্য প্রকৃতি থেকে অগ্নিবিমায় কোন ধরনরে ঝুঁকির সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. এনার্জি প্যাক লি. অগ্নিবিমার কোন ধরনের পলিসি গ্রহণ করেছে? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. এনার্জি প্যাক লি. কি বিমা কোম্পানি থেকে ৮০ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ পাবে? যুক্তসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অগ্নিজনিত ক্ষতি বলতে অগ্নিকান্ডের ফলে সৃষ্ট বিপদকে বোঝায়।

খ সম্পত্তির দাহ্য প্রকৃতি থেকে অগ্নিবিমায় প্রাকৃতিক ঝুঁকির সৃষ্টি হয়।

বিমাকৃত সম্পত্তি কারও প্ররোচনা ছাড়া স্বাভাবিকভাবে অগ্নি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ড় হতে পারে। আর এ স্বাভাবিক কারণকে প্রাকৃতিক ঝুঁকি বলা হয়। এ ধরনের ঝুঁকিসমূহ দৃশ্যমান। অধিকাংশ সময়ই ইচ্ছা করলে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সম্পূর্ণ না হলেও আংশিকভাবে এ ঝুঁকি দূর করা যায়। তাই সম্পত্তির দাহ্য প্রকৃতি প্রাকৃতিক ঝুঁকির একটি উদাহরণ।

গ উদ্দীপকের এনার্জি প্যাক লি. অগ্নিবিমার নির্দিষ্ট বিমাপত্রটি গ্রহণ করেছে।

এ ধরনের বিমাপত্রে নির্দিষ্ট সম্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট মূল্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। ক্ষতি সংঘটিত হলে বিমাকারী নির্দিষ্ট মূল্যই ক্ষতি পরিশোধ করে থাকে।

উদ্দীপকের এনার্জি প্যাক লি. তাদের কারখানার ১ কোটি টাকার যন্ত্রপাতির বিপক্ষে একটি অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করে। বিমা চুক্তিতে যন্ত্রপাতির বিমা মূল্য উলে-খ করা হয়েছে ৭০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ বিষয়বস্তুর ক্ষতিতে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান বিমা মূল্যেই ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। যা অগ্নিবিমার নির্দিষ্ট বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, এনার্জি প্যাক লি. নির্দিষ্ট অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেছে।

ঘ উদ্দীপকের এনার্জি প্যাক লি. এর গৃহীত বিমাপত্রটি নির্দিষ্ট বিমাপত্র হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি বিমা কোম্পানি থেকে ৮০ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ পাবে না।

নির্দিষ্ট বিমাপত্রে বিমার বিষয়বস্তুর মূল্য নির্দিষ্ট থাকে। বিষয়বস্তুর ক্ষতির পরিমাণ কম বেশি হলেও তা মূল্যায়ন না করে বিমাকৃত মূল্যে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে বাজার মূল্যকে বিবেচনা করা হয় না।

উদ্দীপকের এনার্জি প্যাক লি. ১ কোটি টাকার যন্ত্রপাতির জন্য ৭০ লক্ষ টাকার একটি নির্দিষ্ট বিমাপত্র গ্রহণ করে। পরবর্তীতে কারখানায় আগুন লেগে ১ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। তখন উক্ত যন্ত্রপাতির বাজার মূল্য ছিল ৮০ লক্ষ টাকা।

এনার্জি প্যাক লি.-এর গৃহীত বিমাপত্রটির মূল্য পূর্ব নির্ধারিত থাকায় বাজার মূল্য ক্ষতিপূরণে প্রভাব ফেলবে না। ক্ষতির পরিমাণ ৭০ লক্ষ টাকার কম বা বেশি যাই হোক না কেন ক্ষতিপূরণ ৭০ লক্ষ টাকাই পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে ক্ষতি সামগ্রিক ক্ষতি হিসেবে গণ্য হবে এবং প্রতিস্থাপনের নীতি কার্যকর হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ মি. আজাদ একজন প্রতিষ্ঠিত এল.পি. গ্যাস ব্যবসায়ী। ঝুঁকি কমাতে তিনি তার সকল সম্পদ ৪০ লাখ টাকার পণ্যের বিপরীতে বিমা করেছেন। বিমাকারী তার ঝুঁকি কমাতে অন্য একটি বিমা কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। অগ্নিকান্ডে মি. আজাদের ৩০ লক্ষ টাকার সম্পদ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। তিনি তার বিমাকারীর কাছে দাবি পেশ করেছেন। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. অগ্নিজনিত ঝুঁকি কী? ১

খ. প্রত্যক্ষ কারণ নীতি কাকে বলে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. আজাদের বিমাকারী বিমাকৃত বিষয়বস্তুর উপর কীরূপ বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. আজাদ কি বিমাকারির নিকট হতে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাবেন? যুক্তি দাও। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অগ্নিকান্ডের ফলে সৃষ্ট বিপদ বা ক্ষতিকে অগ্নিজনিত ঝুঁকি বলে।

খ বিমাচুক্তিতে উলি-খিত নির্দিষ্ট কারণে জীবন বা সম্পত্তির ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে এরূপ নীতিকেই প্রত্যক্ষ কারণ নীতি বলে।

কোনো প্রকার ক্ষতির উদ্ভব হলে চুক্তিতে উলি-খিত কারণে ক্ষতি হয়েছে কিনা বিমা কোম্পানি তা যাচাই করে। অতীত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে বিমা কোম্পানি এ ধরনের যাচাই বাছাই করে থাকে। যদি বিমা কোম্পানি এ সিদ্ধান্ড়ে একমত হয় যে, চুক্তিতে উলি-খিত কারণেই ক্ষতি হয়েছে তবেই ক্ষতিপূরণ প্রদান করে থাকে। চুক্তিতে উলে-খ নেই এমন কোনো কারণে ক্ষতি হলে, বিমাকারী ক্ষতিপূরণ করে না।

গ উদ্দীপকের মি. আজাদের বিমাকারী বিমাকৃত বিষয়বস্তুর উপর পুনর্বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

পুনর্বিমা বলতে বিমা কোম্পানি তার গৃহীত ঝুঁকির অংশ বিশেষ পুনরায় চুক্তির মাধ্যমে অন্য বিমা কোম্পানির ওপর বণ্টন করাকে বোঝায়। এরূপ চুক্তিতে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয়ই বিমা কোম্পানি।

উদ্দীপকের মি. আজাদ একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। ঝুঁকি হ্রাস করতে তিনি তার সকল সম্পদ বিমা করেছেন। যার মূল্য ৪০ লক্ষ টাকা। তবে বিমা কোম্পানি গৃহীত ঝুঁকির পরিমাণ কমাতে তা পুনরায় বিমা করে। এক্ষেত্রে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয়ই বিমা কোম্পানি। যা পুনর্বিমার বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে পুনর্বিমাপত্র গ্রহণের মাধ্যমে মি. আজাদের বিমাকারীর ঝুঁকি যেমন হ্রাস পেয়েছে অন্যদিকে তার বিমাদাবি প্রাপ্তির সম্ভাবনাও বেড়েছে।

ঘ উদ্দীপকের মি. আজাদ ভাসমান অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করায় যৌক্তিকভাবেই বিমাকারীর নিকট থেকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাবেন।

ভাসমান বিমাপত্রের আওতায় একটি বিমাপত্রের অধীনে কোনো ব্যক্তির সকল সম্পদ বিমা করা যায়। এক্ষেত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তু ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্থ সম্পত্তির সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে।

উদ্দীপকের মি. আজাদ একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তিনি তার সকল সম্পদের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তিনি ভাসমান বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। যার মূল্য ৪০ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে অগ্নিকান্ডে মি. আজাদের বিমাকৃত ৩০ লক্ষ টাকার সম্পদ সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ড় হয়। যার প্রেক্ষিতে তিনি বিমাকারীর কাছে বিমা দাবি পেশ করেন।

মি. আজাদের উত্থাপিত বিমা দাবিটি বিমা চুক্তি অনুযায়ী যথার্থ। কারণ তিনি তার সকল সম্পদের জন্যই বিমাপত্রটি গ্রহণ করেছিলেন। আর এক্ষেত্রে অগ্নিকান্ডে ভূস্মিভূত ৩০ লক্ষ টাকা সম্পদ ও অন্ড়র্ভুক্ত ছিল। যার সম্পূর্ণ ক্ষতিতে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান চুক্তি অনুযায়ী সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণে বাধ্য। তাই উদ্দীপকের মি. আজাদ বিমাকারীর নিকট হতে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাবেন।

প্রশ্ন ▶ ১৫ মি. রনির একটি ঔষধ তৈরির কারখানা আছে যেখানে অনেক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেখান থেকে যে কোনো সময় অগ্নিকান্ড ঘটতে পারে ভেবে ক্ষতি সংগঠনের পর ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করার শর্তে তিনি ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্যের বিপরীতে একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। প্রথম কিস্ড়ির প্রিমিয়াম প্রদানের পরপরই অগ্নিকান্ডে ৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের সব পণ্যদ্রব্য ভস্মিভূত হয়ে যায়। তিনি কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণ চেয়ে আবেদন করেছেন। *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. স্বাস্থ্য বিমা কী? ১

খ. শস্য বিমা কৃষকদের স্বনির্ভরতা অর্জনে সাহায্য করে কীভাবে? ২

গ. মি. রনি কোন প্রকৃতির অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. রনি বিমা কোম্পানির নিকট হতে কী পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পাবেন? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অসুস্থতাজনিত কারণে চিকিৎসা ব্যয় বহনের জন্য যে বিমা করা হয় তাকে স্বাস্থ্য বিমা বলে।

খ কৃষি কাজে প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক নানা বিপদের হাত থেকে কৃষকদের আর্থিকভাবে সুরক্ষার জন্য যে বিমা করা হয় তাকে শস্য বিমা বলে।

এ বিমা কৃষকদের স্বনির্ভর হতে সাহায্য করে। কারণ শস্য বিমা কৃষকদের ফসলের সব ধরনের আর্থিক নিরাপত্তা দেয়। এতে করে কৃষকরা তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থের নিরাপত্তা পায়। যা থেকে তারা তাদের আয়ের স্থিতিশীলতা ধরে রাখতে পারে। আর এভাবেই তারা নিজেদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলে।

গ উদ্দীপকের মি. রনি অমূল্যায়িত অগ্নিবিমা চুক্তি করেছেন।

অমূল্যায়িত বিমাপত্রের বিষয়বস্তুর মূল্য ক্ষতি হওয়ায় পর নির্ধারণ করা হয়। এ বিমাপত্রের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর প্রকৃত মূল্য ও বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ক্ষতি নির্ণয় করা হয়।

উদ্দীপকের মি. রনির একটি ঔষধ তৈরির কারখানা আছে। যেখানে অনেক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার হয়ে থাকে। উক্ত রাসায়নিক দ্রব্য থেকে যেকোনো সময় আগুন লাগাতে পারে। এ চিন্তা থেকেই মি. রনি একটি বিমা চুক্তি করেন। তিনি ৪০ লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্যের জন্য বিমা চুক্তিটি করেন। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর ক্ষতি হওয়ার পর ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করে ক্ষতিপূরণ করা হবে। অর্থাৎ মি. বনি বিমাপত্রে বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট করলেও বিমাপত্রের মূল্য নির্দিষ্ট করেননি। যার বিমাদাবি পরিশোধের ক্ষেত্রে পণ্যের বাজার মূল্যকে বিবেচনা করা হবে। যা অগ্নিবিমার অমূল্যায়িত বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাই উদ্দীপকে মি. বনি অমূল্যায়িত অগ্নিবিমা চুক্তি করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের মি. রনি বিমা কোম্পানির কাছ থেকে ক্ষতির বাজার মূল্য বিচারে ৩০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন।

অমূল্যায়িত অগ্নিবিমাপত্রের ক্ষেত্রে চুক্তিতে বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট থাকে। তবে বিমামূল্য উলে-খ থাকে না। যা ক্ষতি হওয়ার পর বাজার মূল্যের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়।

উদ্দীপকের মি. রনি একটি ঔষধ তৈরির কারখানার মালিক। কেমিক্যাল থেকে কারখানায় আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকায় তিনি ৪০ লক্ষ টাকার পণ্যের জন্য একটি বিমাচুক্তি করেন। যার বিমাদাবি বাজার মূল্য দ্বারা নির্ধারণ করা হবে। অর্থাৎ তিনি অমূল্যায়িত বিমা চুক্তি গ্রহণ করেছেন। তবে প্রিমিয়ামের প্রথম কিস্তি দেয়ার পর কারখানায় আগুন লাগে। বাজার মূল্যে উক্ত ক্ষতির পরিমাণ ৩০ লাখ টাকা।

মি. রনি বিমা চুক্তিটি ৪০ লাখ টাকার জন্য করলেও আগুনে তার কারখানার সব পণ্য পুড়ে যায়। ৪০ লাখ টাকার পণ্য পরবর্তীতে বাজার মূল্য হিসেবে ৩০ লাখ টাকার নেমে আসে। অর্থাৎ পণ্যের ক্রয়মূল্য যাই হোক না কেন ক্ষতির সময় এর বাজার মূল্য ছিল ৩০ লাখ। আর অমূল্যায়িত বিমাচুক্তি অনুযায়ী বিমা দাবি করলে বাজার মূল্যে দাবি পরিশোধ করা হয়। সুতরাং মি. রনি বিমা দাবি হিসেবে বিমা কোম্পানি থেকে ৩০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন।

প্রশ্ন ▶১৬ মি. রাজিবের দু'টি গুদামে দু'ধরনের পণ্য রয়েছে। একটি গুদামের পণ্যের বিমাকৃত মূল্য দশ লক্ষ টাকা যার আংশিক ক্ষতি হলেও বিমা কোম্পানি বিমাকৃত পুরো দশ লক্ষ টাকা বিমাদাবি পরিশোধ করবে। অন্য গুদামে বর্তমানে বাজার মূল্যে এক কোটি টাকার মালামাল রয়েছে যার বিমামূল্য ষাট লক্ষ টাকা। অগ্নিকাণ্ডে উক্ত গুদামের পঞ্চাশ লক্ষ টাকার মালামাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিমাদাবি করা হলে বিমা প্রতিষ্ঠান ত্রিশ লক্ষ টাকা প্রদান করে। এতে উভয়পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ হলে আদালত বিমা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অবস্থান করে।

[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]

ক. অগ্নিবিমা কী? ১

খ. গড়পড়তা বিমাপত্র উত্তম কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. রাজিবের প্রথম গুদামের জন্য সংগৃহীত অগ্নিবিমাপত্রটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আদালতের অবস্থান কতটা যৌক্তিক তা উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অগ্নিজনিত ঝুঁকির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাই হলো অগ্নিবিমা।

খ যে বিমাপত্রে বিমাকৃত মূল্যে ক্ষতিপূরণ না করে গড়পড়তা হারে ক্ষতিপূরণ করা হয় তাকে গড়পড়তা বিমাপত্র বলে।

এ বিমাপত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রাহক যেন সম্পত্তির মূল্য অধিক দেখিয়ে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ না নিতে পারে সে ব্যবস্থা করা। আর এ বৈশিষ্ট্যের কারণেই গড়পড়তা বিমাপত্র উত্তম। সম্পত্তির আংশিক ক্ষতিতেও গড়পড়তা নীতিতে ক্ষতিপূরণ করা হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে মি. রাজিবের ১ম গুদামের জন্য গৃহীত অগ্নিবিমাপত্রটি হলো নির্দিষ্ট বিমাপত্র।

যে বিমাপত্রে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তির বিপক্ষে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যের কথা উলে-খ থাকে তাকে নির্দিষ্ট বিমাপত্র বলে।

উদ্দীপকে উলে-খ্য মি. রাজিবের প্রথম গুদামের পণ্যের বিমাকৃত মূল্য ১০ লক্ষ টাকা। যার আংশিক ক্ষতি হলেও বিমাকৃত পুরো ১০ লক্ষ টাকাই বিমা কোম্পানি পূরণ করবে। এখানে সম্পত্তির নির্দিষ্ট মূল্য উলে-খ আছে। যাকে বলে নির্দিষ্ট অগ্নিবিমাপত্র। এ বিমাপত্রের আওতায় কোনো সম্পত্তির বিমা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং নির্দিষ্ট অর্থে করা হয়। ফলে ক্ষতি সাধিত হলে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ প্রদানে বিমাকারী বাধ্য থাকে। সুতরাং উক্ত অগ্নিবিমাপত্রটি হলো নির্দিষ্ট বিমাপত্র।

ঘ উদ্দীপকে উভয়পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হলেও মি. রাজিব গড়পড়তা বিমাপত্র গ্রহণ করায় আদালতের অবস্থান যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

যে বিমাপত্রের ক্ষেত্রে ক্ষতির উদ্ভব হলে বিমাপত্রে উলি-খিত ক্ষতির পরিমাণ পরিশোধ না করে গড়পড়তা হারে পরিশোধ করা হয় তাকে গড়পড়তা বিমাপত্র বলে।

$$\therefore \text{বিমা দাবি} = \frac{\text{বিমাপত্রের মঙল্য}}{\text{দুর্ঘটনাকালে সম্ভত্তির প্রকৃত মঙল্য}} \times \text{ক্ষতি}$$

উদ্দীপকে মি. রাজিবের গৃহীত বিমাপত্রটি একটি গড়গড়তা বিমাপত্র। মি. রাজিবের গুদামে বর্তমান বাজার মূল্যে ১ কোটি টাকার মালামাল রয়েছে, যারা বিমামূল্য ৬০ লক্ষ টাকা। অগ্নিকাণ্ডে উক্ত গুদামের ৫০ লক্ষ টাকার মালামাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিমাদাবি করা হলে প্রতিষ্ঠান ৩০ লক্ষ টাকা প্রদান করে। সুতরাং মি. রাজিবের যৌক্তিক বিমাদাবি হলো–

$$\therefore \text{বিমাদাবি} = \frac{৬০,০০,০০০}{১,০০,০০,০০০} \times ৫০,০০,০০০$$

$$= ৩০,০০,০০০ \text{ টাকা}$$

সুতরাং গড়পড়তা বিমাপত্রের বিমাদাবি নির্ণয়ের মাধ্যমে মি. রাজিবের বিমাদাবি ৩০ লক্ষ টাকা। আর গড়পড়তা বিমার কারণে আদালত বিমা প্রতিষ্ঠানের অবস্থানকেই যৌক্তিক মনে করেছে।

প্রশ্ন ▶১৭ জনাব নিশান একটি আসবাবপত্রের দোকানের মালিক। তিনি তার দোকনে রক্ষিত ৫ লক্ষ টাকার আসবাবপত্রের জন্য ২ লক্ষ টাকার একটি অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেন। সম্প্রতি আগুন লেগে উক্ত দোকানের ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার সমমূল্যের আসবাবপত্র নষ্ট হয়। তিনি বিমা প্রতিষ্ঠানের কাছে সম্পূর্ণ ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমা প্রতিষ্ঠানটি তার দাবি প্রত্যাখ্যান করে এবং গড়পড়তা হারে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেয়। *[ঢাকা সিটি কলেজ]*

ক. ঘোষণাযুক্ত বিমাপত্র কী? ১

খ. 'অগ্নিবিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি'-ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব নিশানের প্রাপ্তব্য প্রকৃত বিমা দাবির পরিমাণ নিরূপণ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিমা কোম্পানি কর্তৃক গড়পড়তা হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান কতটা যৌক্তিক? বিমার ধরন বিবেচনায় তোমার মতামত দাও। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিমাপত্রে বিমাগ্রহীতা তার কাছে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ পণ্য মজুত থাকতে পারে তার ওপর বিমাপত্র গ্রহণ করে প্রিমিয়ামের ৭৫% অগ্রিম প্রদান করে তাকে ঘোষণাযুক্ত বিমাপত্র বলে।

খ অগ্নিবিমা হলো অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা। এ কারণে তা নিঃসন্দেহে ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

অগ্নিকান্ডের ফলে বিমাকৃত সম্পত্তি নষ্ট হলে চুক্তি অনুযায়ী বিমাকারী আর্থিক ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রে ক্ষতি আংশিক বা সম্পূর্ণ যাই হোক না কেন বিমা কোম্পানি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করে থাকে।

গ জনাব নিশানের প্রাপ্তব্য প্রকৃত বিমাদাবির পরিমাণ নিম্নরূপ :

এখানে,

$$\text{বিমা দাবি} = \frac{\text{বিমাপত্রের মূল্য বা বিমাকৃত অঙ্ক}}{\text{দুর্ঘটনাকালে সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য}} \times \text{ক্ষতির পরিমাণ}$$

$$= \frac{২,০০,০০০}{৫,০০,০০০} \times ১,৫০,০০০$$

$$= ৬০,০০০ \text{ টাকা}$$

সুতরাং জনাব নিশানের প্রাপ্তব্য প্রকৃত বিমাদাবির পরিমাণ ৬০,০০০ টাকা।

উত্তর : ৬০,০০০ টাকা।

ঘ উদ্দীপকের বিমা কোম্পানি কর্তৃক গড়পড়তা হারে ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রতিশ্রুতি যৌক্তিক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

যে বিমাপত্রে ক্ষতির উদ্ভব হলে বিমাপত্রে উল-খিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ না করে গড়পড়তা হারে ক্ষতিপূরণ করা হয় তাকে গড়পড়তা বিমাপত্র বলে। বিমাগ্রহীতা বিমাকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা কম দেখালে এ নিয়ম প্রযোজ্য হয়।

উদ্দীপকের জনাব নিশান একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার দোকানে রক্ষিত ৫ লক্ষ টাকার আসবাবপত্রের জন্য ২ লক্ষ টাকায় একটি অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেন। আগুন লেগে ১.৫০ লক্ষ টাকার আসবাবপত্রের ক্ষতি হলে তিনি বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। কিন্তু বিমা কোম্পানি ১.৫০ লক্ষ টাকার দাবি প্রত্যাখ্যান করে গড়পড়তা হারে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেয়।

জনাব নিশানের অগ্নিজনিত ক্ষতির সম্পূর্ণ অংশ বিমাকৃত নয়। তিনি ৫ লক্ষ টাকার আসবাবপত্রের জন্য ২ লক্ষ টাকার বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ বাকি ৩ লক্ষ টাকা মূল্যের আসবাবপত্র অবিমাকৃত। যার জন্য জনাব নিশানকে কম প্রিমিয়াম দিতে হয়েছে। তাই ১.৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের আসবাবপত্র পুড়ে গেলেও সম্পূর্ণ আসবাবপত্র বিমাকৃত ছিল না। চুক্তি অনুযায়ী বিমা কোম্পানি বিমাকৃত অংশেরই ক্ষতিপূরণ করবে। অবিমাকৃত অংশের ক্ষতিতে ক্ষতিপূরণ করবে না। তাই বিমাকারী গড়পড়তা হারে ক্ষতিপূরণ করা যৌক্তিক সিদ্ধান্ড়।

প্রশ্ন ▶ ১৮ জনাব রাসেল একটি ফার্নিচার দোকানের মালিক। তিনি তার দোকানে রক্ষিত ৩ লক্ষ টাকার আসবাবপত্রের জন্য ২ লক্ষ টাকার একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। সম্প্রতি আগুন লেগে উক্ত দোকানের ১.৬ লক্ষ টাকার আসবাবপত্র পুড়ে যায়। তিনি বিমা প্রতিষ্ঠানের কাছে দাবি করলে বিমা কোম্পানি উক্ত ক্ষতিপূরণের সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধের দাবিটি প্রত্যাখ্যান করে। রাসেল সাহেব আদালতের সাহায্যে নিতে চাইলে আদালতও বিমা কোম্পানির পক্ষে অবস্থান নেয়। *[ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ]*

ক. অগ্নি অপচয় কী? ১

খ. নির্দিষ্ট বিমাপত্রের সুবিধা কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব রাসেল কত টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন বিমা কোম্পানির কাছ থেকে? ৩

ঘ. বিমা কোম্পানি কর্তৃক সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধের দাবিটি প্রত্যাখ্যাণের ক্ষেত্রে কোন অগ্নিবিমা পত্রের প্রতিফলন ঘটেছে বলে তুমি মনে করো? আলোচনা করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অগ্নিকান্ডের ফলে সহায়-সম্পত্তির যে ক্ষতি হয় তাকে অগ্নি অপচয় বলে।

খ নির্দিষ্ট বিমাপত্রে ক্ষতির পরিমাণ যাই হোক না কেন, ক্ষতি সংগঠিত হলে বিমাকৃত মূল্যের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ লাভ করা যায়।

এ বিমাপত্রের অধীনে নির্দিষ্ট সম্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট মূল্যের বিমা করা হয়। এক্ষেত্রে সংঘটিত ক্ষতিতে কোনো অবস্থাতেই বিমাপত্রে উলি-খিত অঙ্কের কম বা বেশি অর্থ প্রদানের সুযোগ থাকে না। যা নির্দিষ্ট বিমাপত্র গ্রহীতাদের জন্য একটি সুবিধা।

গ জনাব রাসেলের প্রকৃত বিমাদাবির পরিমাণ নিম্নরূপ :

আমরা জানি,

$$\text{বিমা দাবি} = \frac{\text{বিমাপত্রের মূল্য বা বিমাকৃত অঙ্ক}}{\text{দুর্ঘটনাকালে সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য}} \times \text{ক্ষতির পরিমাণ}$$

এখানে,

বিমাপত্রের মূল্য = ২,০০,০০০ টাকা

দুর্ঘটনাকালে সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য = ৩,০০,০০০ টাকা

ক্ষতির পরিমাণ = ১,৬০,০০০ টাকা

$$\therefore \text{বিমাদাবি} = \frac{২,০০,০০০}{৩,০০,০০০} \times ১,৬০,০০০$$

$$= ১,০৬,৬৬৭ \text{ টাকা}$$

জনাব রাসেল বিমা কোম্পানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ১,০৬,৬৬৭ টাকা পাওয়ার অধিকারী।

উত্তর : ১,০৬,৬৬৭ টাকা।

ঘ উদ্দীপকের বিমা কোম্পানি কর্তৃক সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধের দাবিটি প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে গড়পড়তা অগ্নিবিমাপত্রের প্রতিফলন ঘটেছে বলে আমি মনে করি।

যে বিমাপত্রের ক্ষেত্রে ক্ষতির উদ্ভব হলে বিমাপত্রে উলি-খিত পরিমাণ বিমাদাবি পরিশোধ না করে গড়পড়তা হারে বিমা দাবি নির্ধারণ করা হয় তাকে গড়পড়তা বিমাপত্র বলে। এ ধরনের বিমাপত্রের ক্ষেত্রে ক্ষতি সংঘটনের পর ক্ষতিপূরণ মূল্য নির্ণয় করা হয়।

উদ্দীপকের জনাব রাসেল একটি ফার্নিচার দোকানের মালিক। সে তার দোকানে রক্ষিত ৩ লক্ষ টাকার আসবাবপত্রের জন্য ২ লক্ষ টাকার একটি অগিবিমাপত্র গ্রহণ করেন। আগুন লেগে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার আসবাবপত্রের ক্ষতি হয়। যার প্রেক্ষিতে জনাব রাসেল বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। কিন্তু বিমা কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্থ সম্পূর্ণ অংশ ক্ষতিপূরণে অস্বীকৃতি জানায়। অর্থাৎ এ পর্যায়ে বিমা কোম্পানি গড়পড়তা হারে বিমা দাবি পরিশোধ করবে।

উদ্দীপকে জনাব রাসেলের অগ্নিজনিত ক্ষতির সম্পূর্ণ অংশ বিমাকৃত নয়। কেননা, তিনি ৩ লক্ষ টাকার আসবাবপত্রের জন্য ২ লক্ষ টাকার বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ বাকি ১ লক্ষ টাকা মূল্যের আসবাবপত্র অবিমাকৃত। তাই ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা মূল্যের আসবাবপত্র পুড়ে গেলেও সম্পূর্ণ অংশ বিমাকৃত ছিল না। চুক্তি অনুযায়ী বিমা কোম্পানি বিমাকৃত অংশেরই ক্ষতিপূরণ করবে। যা গড়পড়তা অগ্নিবিমাপত্রের মূল বিষয়। তাই বলা যায়, বিমা কোম্পানি গড়পড়তা বিমাপত্রের আলোকে সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ মি. চৌধুরী ২.৫০ লক্ষ টাকায় কেনা আসবাবপত্র ৩ লক্ষ টাকায় বিমা করেন। বিমাচুক্তিতে উলে-খ রয়েছে ক্ষতি হলে বাজার

মূল্য বিবেচনা করা হবে না। আগুন লেগে আসবাবপত্রের অর্ধেক অংশ বিনষ্ট হয়। *[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সাভার]*

ক. ঘোষণাযুক্ত বিমাপত্র কী? ১
খ. অগ্নিজনিত ক্ষতির পরোক্ষ কারণগুলো কী কী? ২
গ. মি. চৌধুরী কোন ধরনের অগ্নি বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বিমা কোম্পানি মি. চৌধুরীকে কত টাকা ক্ষতিপূরণ দিবে বলে তুমি মনে করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরবর্তী ঘোষণার মাধ্যমে প্রিমিয়াম নির্ধারিত হবে এ শর্তে সর্বোচ্চ মজুতের ওপর যে অগ্নিবিমাপত্র গৃহীত হয় তাকে ঘোষণাযুক্ত বিমাপত্র বলে।

সহায়ক তথ্য

বৃহৎ পরিসরে যারা পণ্য উৎপাদন করে তারা সর্বোচ্চ পরিমাণ মজুতের ওপর ঘোষণাযুক্ত বিমাপত্র গ্রহণ করে থাকে। এক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের ৭৫% শুরুতেই প্রদান করে।

খ অগ্নিকাণ্ডের ফলে দালানকোঠা, শিল্প-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সম্পত্তির যে আর্থিক ক্ষতি হয় তাকে অগ্নিজনিত ক্ষতি বলে।

অগ্নিকাণ্ড সংগঠনে সরাসরি যুক্ত নয় তবে পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে এমন কিছু বিষয় রয়েছে। যা অগ্নিজনিত ক্ষতির পরোক্ষকারণ হিসেবে চিহ্নিত। যেমন- ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ কাঠামো, দাহ্য পদার্থের উপস্থিতি, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের অপ্রতুলতা ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকের মি. চৌধুরী মূল্যায়িত বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

যে বিমাপত্রে বিমার বিষয়বস্তুর মূল্য পূর্ব থেকেই নির্ধারিত থাকে তাকে মূল্যায়িত বিমাপত্র বলে। এ বিমাপত্রের আওতায় ক্ষতি সংঘটনের পর সম্পত্তির বাজারমূল্য বিবেচনা করা হয় না।

উদ্দীপকের মি. চৌধুরী ২.৫০ লক্ষ টাকায় কেনা আসবাবপত্র ৩ লক্ষ টাকায় বিমা করেন। তবে উক্ত বিমা চুক্তিতে উলে-খ রয়েছে ক্ষতি সংঘটিত হলে বিমার বিষয়বস্তুর বাজার মূল্য বিবেচনা করা হবে না। অর্থাৎ বিমাপত্রে সম্পত্তির যে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে সে অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যের বিচারে মি. চৌধুরীর গৃহীত বিমাপত্রটি একটি মূল্যায়িত বিমাপত্র। তাই বলা যায়, মি. চৌধুরী মূল্যায়িত অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের বিমা কোম্পানি মি. চৌধুরীকে অগ্নিবিমার আংশিক ক্ষতিপূরণের নীতি অনুযায়ী ১.৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবে।

অগ্নিবিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি। ক্ষতি আংশিক সংঘটিত হলে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান আংশিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে ক্ষতি সংঘটিত হওয়ার পর বিমা কোম্পানি ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে থাকে।

উদ্দীপকের মি. চৌধুরী ২.৫০ লক্ষ টাকার আসবাবপত্র ৩ লক্ষ টাকায় অগ্নিবিমা করেন। এক্ষেত্রে তিনি মূল্যায়িত বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। পরবর্তীতে মি. চৌধুরীর বিমাকৃত আসবাবপত্রের অর্ধেক অংশ আগুনে বিনষ্ট হয়। এক্ষেত্রে তিনি বিমা কোম্পানির নিকট বিমা দাবি পেশ করেন।

মূল্যায়িত বিমার ক্ষেত্রে সম্পত্তির আংশিক ক্ষতিতে আংশিক ক্ষতিপূরণের নীতি অনুসরণ করা হয়। এতে ক্ষতি সংঘটিত হলে বাজার মূল্য বিবেচনা করা হয় না। এক্ষেত্রে বিমাকৃত মূল্যের ওপর ভিত্তি করে সম্পত্তির ক্ষতিগ্রস্ত অংশের ক্ষতিপূরণ করা হয়। উদ্দীপকে যেহেতু মি. চৌধুরীর আসবাবপত্রের অর্ধেক ক্ষতি হয়েছে তাই তিনি বিমাকৃত মূল্যের অর্ধেক ক্ষতিপূরণ পাবেন। অর্থাৎ আনুপাতিক ক্ষতিপূরণ হিসেবে ১.৫০ লক্ষ টাকা পাবেন।

প্রশ্ন ▶ ২০ মাধবদীর ব্যবসায়ী জনাব আরিফের মোটর যন্ত্রাংশ তৈরির একটি কারখানা আছে। অগ্নিজনিত ক্ষতি মোকাবেলার জন্য ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতির মধ্যে নির্দিষ্ট ৩০ লক্ষ টাকা মূল্য নির্ধারণ করে বিমাচুক্তি সম্পাদন করেন। বৈদ্যুতিক সর্ট সার্কিট হতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়ে সম্পূর্ণ যন্ত্রপাতি ভস্মীভূত হয়ে যায়। তিনি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণ চেয়ে আবেদন করেছেন। *[আবদুল কাদির মোল-া সিটি কলেজ, নরসিংদী]*

ক. গড়-পড়তা বিমাপত্র কী? ১
খ. অগ্নিবিমায় কোন ঝুঁকিকে বিশেষ প্রাধান্য দেয়া হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব আরিফ কর্তৃক গৃহীত বিমাপত্রটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনাব আরিফ কি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী? যুক্তিসহ বিশে-ষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিমাপত্রের ক্ষেত্রে ক্ষতির উদ্ভব হলে বিমাপত্রে উলি-খিত পরিমাণ দাবি পরিশোধ না করে গড়পড়তা হারে ক্ষতিপূরণ করা হয় তাকে গড়পড়তা বিমাপত্র বলে।

খ অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকিকে বিশেষ প্রাধান্য দেয়া হয়।

বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী লোকজনের কার্যকলাপ থেকে অগ্নিবিমার নৈতিক ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। লোভের বর্শবর্তী হয়ে অনেক সময় বিমাগ্রহীতা নিজের সম্পত্তিতে আগুন লাগিয়ে দাবি আদায়ের চেষ্টা করে। আবার অনেক সময় শত্রুতাবশত, রাজনৈতিক আক্রোশ বা ধর্মীয় কারণেও সম্পত্তিতে অগ্নিসংযোগ ঘটতে পারে। এ সকল ঝুকি পূর্ব থেকে অনুমান করে সঠিক প্রিমিয়াম চার্জ করা যায় না। তাই অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকির পরিমাণ বেশি।

গ উদ্দীপকের জনাব আরিফ কর্তৃক গৃহীত বিমাপত্রটি হলো অগ্নিবিমার অন্তর্ভূত নির্দিষ্ট বিমাপত্র।

নির্দিষ্ট বিমাপত্রে মূলত কোনো সম্পত্তির নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য পূর্বেই উলে-খ থাকে। এ ধরনের বিমাপত্রে ক্ষতি যাই হোক না কেন বিমা কোম্পানি ঐ নির্দিষ্ট মূল্যে ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে।

উদ্দীপকের জনাব আরিফের একটি মোটর যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা রয়েছে। অগ্নিজনিত ক্ষতি মোকাবেলার জন্য তিনি সম্পূর্ণ যন্ত্রপাতির মধ্যে শুধুমাত্র ৩০ লক্ষ টাকার উলে-খ করে একটি বিমা করেন। তবে যন্ত্রপাতির প্রকৃত মূল্য ছিল ৫০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ বিমা চুক্তি অনুযায়ী, তার যন্ত্রপাতি দুর্ঘটনায় ক্ষতি হলে তিনি ৩০ লক্ষ টাকাই ক্ষতিপূরণ পাবেন। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ ৩০ লক্ষ টাকার কম বা বেশি যাই হোক, তিনি ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩০ লক্ষ টাকাই পাবেন। অর্থাৎ জনাব আরিফের গৃহীত বিমাপত্রটি অগ্নিবিমার নির্দিষ্ট বিমাপত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। কেননা নির্দিষ্ট বিমাপত্রেই সম্পত্তির নির্দিষ্ট মূল্যের উলে-খ করে বিমা চুক্তি সম্পাদন করা হয়। এ থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে জনাব আরিফ নির্দিষ্ট বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের জনাব আরিফ 'নির্দিষ্ট অগ্নি বিমা' চুক্তি অনুযায়ী ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী।

অগ্নিজনিত ঝুঁকির হাত থেকে বিমাগ্রহীতাকে আর্থিকভাবে রক্ষা করাই হলো অগ্নিবিমা চুক্তির মূল উদ্দেশ্য। এ চুক্তি ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

উদ্দীপকের জনাব আরিফ তার ৫০ লক্ষ টাকার মোটর যন্ত্রপাতির জন্য নির্দিষ্ট অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেন। এতে সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য ৫০ লক্ষ টাকা হলেও তিনি ৩০ লক্ষ টাকার জন্য বিমাপত্র গ্রহণ করেন। বৈদ্যুতিক শট সার্কিটের কারণে আগুন লেগে ক্ষতি হলে তিনি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণের জন্য বিমা দাবি করেন।

অগ্নি বিমাচুক্তি অনুযায়ী বিমা কোম্পানি অবশ্যই জনাব আরিফকে বিমা দাবি পরিশোধে বাধ্য। নির্দিষ্ট বিমাপত্রের শর্ত মোতাবেক ক্ষতি যাই হোক না কেনো জনাব আরিফ ৩০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী। তার সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশ ক্ষতি হলেও তিনি নির্দিষ্ট মূল্যের বেশি বিমা দাবি পাওয়ার অধিকারী নয়। তাই তিনি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ ৫০ লক্ষ টাকা পাওয়ার অধিকারী নয়। শুধুমাত্র ৩০ লক্ষ টাকা পাওয়ার অধিকারী।

প্রশ্ন ▶ ২১ পোষাক শিল্প ব্যবসায়ী জনাব মাসুক অতীতে সংঘটিত বিভিন্ন মারাত্মক অগ্নিকান্ডের ফলে সৃষ্টি ক্ষতি সম্পর্কে অবগত হয়ে তার কোম্পানির জন্য একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। চুক্তির শর্তে

কোম্পানি এটা উলে-খ করে যে, ক্ষতি সংঘটিত হলে বাজার মূল্য অনুযায়ী আনুপাতিক হারে সম্পদের ক্ষতিপূরন করা হবে। তিনি তার গুদামে অবস্থিত ৬ কোটি টাকার পণ্যের মধ্যে ৪ কোটি টাকায় বিমা করে। একবার অগ্নিকান্ডে ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার পণ্য নষ্ট হয়। তিনি কোম্পানি বরাবর ক্ষতিপূরণের আবেদন জানান।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ, সৈয়দপুর]

ক. অগ্নি অপচয় কী? ১

খ. অগ্নিবিমায় প্রত্যক্ষ কারণ বিবেচনা করার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব মাসুক বিমা কোম্পানি থেকে কতটুকু ক্ষতিপূরণ পাবেন? তা নির্ণয় করে দেখাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জনাব মাসুকের ক্ষতির টাকা কম পাবার কারণ বিমাচুক্তির নিয়মানুযায়ী কতটুকু যৌক্তিক-এ সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অগ্নিকান্ডের ফলে সহায়-সম্পত্তির যে ক্ষতি হয় তাকে অগ্নিজনিত ক্ষতি বা অপচয় বলে।

খ অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকি বেশি হওয়ায় অগ্নিবিমায় প্রত্যক্ষ কারণ বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ।

অগ্নিবিমার ক্ষেত্রে যে কেউ পণ্য সরিয়ে ইচ্ছে করে আগুন লাগিয়ে বিমা দাবি পেশ করতে পারে। এছাড়া অবহেলা, অসতর্কতা ইত্যাদি কারণেও অগ্নি সংযোগ ঘটতে পারে। তাই ক্ষতিপূরণ প্রদানের পূর্বে অগ্নিবিমার প্রত্যক্ষ কারণ বিবেচনা করা বিমা কোম্পানির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

গ জনাব মাসুকের বিমা দাবির পরিমাণ নির্ণয় :

উদ্দীপকের জনাব মাসুক গড়পড়তা অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। তাই বিমা দাবির পরিমাণ নির্ণয়ে আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে–

আমরা জানি,

$$\text{বিমা দাবি} = \frac{\text{বিমাপত্রের মঙল্য}}{\text{দুর্ঘটনাকালে সম্ভত্তির প্রকৃত মঙল্য}} \times \text{ক্ষতি}$$

এখানে,

বিমাপত্রের মূল্য = ৪ কোটি টাকা

দুর্ঘটনাকালে সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য = ৬ কোটি টাকা

ক্ষতির পরিমাণ = ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা

$$\therefore \text{বিমাদাবি} = \frac{৪,০০,০০,০০০}{৬,০০,০০,০০০} \times ২,৪০,০০,০০০$$

$$= ১,৬০,০০,০০০ \text{ টাকা}$$

সুতরাং জনাব মাসুক বিমা কোম্পানি থেকে ১,৬০,০০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারেন।

উত্তর : ১,৬০,০০,০০০ টাকা।

ঘ উদ্দীপকের জনাব মাসুকের গৃহীত গড়পড়তা বিমাপত্রটির ক্ষতিপূরণ বিমাচুক্তি অনুযায়ী কম পাওয়াই যথার্থ।

যে বিমাপত্রের বেলায় ক্ষতির উদ্ভব হলে বিমাপত্রে উলি-খিত পরিমাণ দাবি পরিশোধ না করে গড়পড়তা হারে তা নির্ণয় করা হয় তাকে গড়পড়তা বিমাপত্র বলে। সম্পত্তির মূল্য বেশি দেখিয়ে বিমা কোম্পানি থেকে বেশি পরিমাণ অর্থ আদায় প্রতিহত করতেই এ বিমাপত্রের উদ্ভব।

উদ্দীপকের জনাব মাসুক একজন পোষাক ব্যবসায়ী। এ খাতের অতীত সংঘটিত বিভিন্ন মারাত্মক অগ্নিকান্ডের ফলাফল থেকে তিনি একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। তবে চুক্তি অনুযায়ী বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি বাজার মূল্য অনুযায়ী আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করবে। অর্থাৎ জনাব মাসুক গড়পড়তা অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

জনাব মাসুক তার ৬ কোটি টাকার পণ্যের জন্য ৪ কোটি টাকার বিমাপত্র গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে জনাব মাসুকের ২ কোটি টাকার পণ্য অবিমাকৃত। যার জন্য তিনি বিমা কোম্পানিকে প্রিমিয়ামও কম প্রদান করেছেন। এক্ষেত্রে অবিমাকৃত পণ্যের জন্য বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণে বাধ্য নয়। তাই ক্ষতির সম্পূর্ণ অংশের ক্ষতিপূরণ বিমা কোম্পানি প্রদান করবে না। এক্ষেত্রে চুক্তি অনুযায়ী বিমাকৃত অংশের ক্ষতির পরিমাণ মোট ক্ষতির পরিমাণ থেকে কম। তাই বলা যায়, জনাব মাসুকের ক্ষতির টাকা কম পাবার কারণ বিমাচুক্তি অনুযায়ী যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২২ মি. হাসান চৌধুরী ২.৫০ লক্ষ টাকায় কেনা আসবাবপত্র ৩ লক্ষ টাকায় বিমা করেন। বিমা চুক্তিকে উলে-খ রয়েছে ক্ষতি হলে বাজারমূল্য বিবেচনা করা হবে না। আগুন লেগে আসবাবপত্রের অর্ধেক অংশ বিনষ্ট হয়। *[কুমিল-া ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ]*

ক. ঘোষণাযুক্ত বিমাপত্র কী? ১

খ. অগ্নি বিমার নৈতিক ঝুঁকি বলতে কী বুঝ? ২

গ. মি. চৌধুরী কোন ধরনের অগ্নি বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিমা কোম্পানি মি. চৌধুরীকে কত টাকা ক্ষতিপূরণ দেবে বলে তুমি মনে করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিমাপত্রে বিমাগ্রহীতা তার কাছে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ পণ্য মজুত থাকতে পারে তার ওপর বিমাপত্র গ্রহণ করে প্রিমিয়ামের ৭৫% অগ্রিম প্রদান করে তাকে ঘোষণাযুক্ত বিমাপত্র বলে।

খ বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী লোকজনের কার্যকলাপ থেকে সৃষ্ট ঝুঁকিকেই অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকি বলে।

অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকি বেশি। এ ঝুঁকি অদৃশ্যমান এবং তা মানুষের নৈতিকতা ও আচরণের ওপর নির্ভরশীল। পণ্যের গুদাম বিমা করে পণ্য সরিয়ে আগুন লাগানো ও ক্ষতিপূরণ আদায় এরূপ বিমায় অসম্ভব নয়। তাই প্রাকৃতিক ঝুঁকির মতো নেতিক ঝুঁকি পরিমাপ করা এক্ষেত্রে প্রায়শই অসম্ভব। যা সঠিক পরিমাণ প্রিমিয়াম চার্জ করা যায় না। এ জন্যই অগ্নি বিমায় নৈতিক ঝুঁকি বেশি।

গ উদ্দীপকের মি. চৌধুরী মূল্যায়িত অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

যে বিমাপত্রে বিমার বিষয়বস্তুর মূল্য পূর্ব থেকেই নির্ধারিত থাকে তাকে মূল্যায়িত বিমাপত্র বলে। এ বিমাপত্রে মূল্য পূর্ব নির্ধারিত থাকায় ক্ষতিপূরণে বাজারমূল্য বিবেচনা করা হয় না। আংশিক ক্ষতির ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করে ক্ষতিপূরণ করা হয়।

উদ্দীপকে মি. চৌধুরী ২.৫০ লক্ষ টাকার আসবাবপত্র ক্রয় করেন। যা তিনি ৩ লক্ষ টাকায় বিমা করেন। তবে বিমা চুক্তি অনুযায়ী বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বাজারমূল্য বিবেচনা করা হবে না। অর্থাৎ বিমাপত্রে সম্পত্তির যে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে সে অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ করা হবে। যা বৈশিষ্ট্য বিচারে মূল্যায়িত বিমাপত্রের সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, মি. চৌধুরী তার আসবাবপত্রের জন্য মূল্যায়িত অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের বিমা কোম্পানি মি. চৌধুরীকে ১.৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবে।

অগ্নিবিমা একটি ক্ষতিপূরণের চুক্তি। অগ্নিজনিত কারণে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে আর্থিকভাবে ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকের মি. চৌধুরী ২.৫০ লক্ষ টাকার আসবাবপত্র ৩ লক্ষ টাকায় অগ্নিবিমা করেন। আসবাবপত্রের জন্য তিনি মূল্যায়িত অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। বিমা চুক্তি অনুযায়ী বাজার মূল্য বিবেচনা না করে বিমা মূল্যের ওপর ভিত্তি করে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে।

মি. চৌধুরীর বিমাকৃত আসবাবপত্রের অর্ধেক অংশ আগুনে বিনষ্ট হয়। এক্ষেত্রে তিনি বিমা কোম্পানির নিকট বিমাদাবি পেশ করেন। মূল্যায়িত বিমার ক্ষেত্রে সম্পত্তির আংশিক ক্ষতিতে কত অংশের ক্ষতি হয়েছে তা নির্ধারণ করা হয়। বিমাকৃত মূল্যের বিচারে নির্ধারিত অংশের আংশিক ক্ষতিপূরণ করা হয়। যেহেতু মি. চৌধুরীর আসবাবপত্রের অর্ধেক ক্ষতি হয়েছে তাই তিনি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ হিসেবে বিমা মূল্যের অর্ধেক অর্থাৎ ১.৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন।

প্রশ্ন ▶ ২৩ আরমান ট্রেডার্স গুদামে রক্ষিত ১০০ মণ চাল, ১০ লক্ষ টাকায় ১৫ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে ১ বছর মেয়াদি একটি বিমা করে। তাদের ব্যবসায়ের উপকরণ চাল হলেও কখনো কখনো মালিকের এক বন্ধুর কিছু ক্যামিক্যালের উপকরণ গুদামে রাখা হতো। আরমান ট্রেডার্সের মালিক এ বিষয়ে বিমা কোম্পানিকে কিছু জানাননি। গত ১০ আগস্ট গুদামে হঠাৎ আগুন লাগে এবং গুদামটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় আরমান ট্রেডার্স বিমা কোম্পানির কাছে দাবি উত্থাপন করলে তারা ক্ষতিপূরণে অস্বীকৃতি জানান।

[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. অগ্নি বিমা কী? ১

খ. জীবন বিমাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে অগ্নি বিমাপত্রটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিমা কোম্পানি কোন নীতির আলোকে ক্ষতিপূরণে অস্বীকৃতি জানায়? বিষয়টির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষাই হলো অগ্নিবিমা।

সহায়ক তথ্য

জনাব আজিম তার কাপড়ের দোকানের পণ্যের অগ্নিজনিত সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে সান ইন্স্যুরেন্স লি.-এর সাথে একটি অগ্নিবিমা চুক্তি করেন। যদি জনাব আজিমের দোকানের পণ্য অগ্নিজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে চুক্তি অনুযায়ী সান ইন্স্যুরেন্স লি. ক্ষতিপূরণ করবে।

খ যে বিমা চুক্তিতে ক্ষতি সংঘটিত হলে ক্ষতিপূরণ না করে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলে।

জীবনহানী হলে বা দুর্ঘটনায় পড়লে, প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না। তাই বিমাকৃত ব্যক্তি মারা গেলে বা পঙ্গু হলে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে বিমা কোম্পানি এরকম নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেয় না। এ কারণে জীবন বিমাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকের অগ্নি বিমাপত্রটি একটি মূল্যায়িত বিমাপত্র।

যে বিমাচুক্তিতে বিমাকৃত সম্পত্তির মূল্য পূর্ব থেকে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার সম্মতিক্রমে নির্ধারণ করে বিমাপত্রে উলে-খ করা হয় তাকে মূল্যায়িত বিমাপত্র বলে। বিমাকৃত বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ ক্ষতিতে বিমাকৃত অঙ্কের সম্পূর্ণ অর্থ বিমাকারী ক্ষতিপূরণ প্রদান করে থাকে।

উদ্দীপকের আরমান ট্রেডার্স গুদামে রক্ষিত ১০০ মন চালের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে বিমাপত্রের বিষয়বস্তু চাল। যা ১০ লক্ষ টাকায় বিমা করা হয়েছে। অর্থাৎ উক্ত বিমাপত্রটি ১০ লক্ষ টাকায় বিমাকৃত। এ বিমাকৃত মূল্য বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয়পক্ষের সম্মতিতে নির্ধারিত হয়েছে। যা মূল্যায়িত অগ্নিবিমাপত্রের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, আরমান ট্রেডার্স এর গৃহীত বিমাপত্রটি একটি মূল্যায়িত বিমাপত্র। মূল্যায়িত বিমাপত্রের আওতার বিষয়বস্তুর আংশিক ক্ষতিতে বিমাকৃত মূল্যের বিচারে আংশিক ক্ষতি নিরূপিত হয়।

ঘ উদ্দীপকের বিমা কোম্পানি চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের নীতির আলোকে ক্ষতিপূরণে অস্বীকৃতি জানায়।

বিমা চুক্তি সম্পাদনকালে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই এক্ষেত্রে বিমা সম্পর্কিত সকল আবশ্যকীয় তথ্য সঠিকভাবে প্রদানে উভয়পক্ষ একে অন্যের নিকট বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকের আরমান ট্রেডার্স তার গুদামে রক্ষিত ১০০ মন চালের জন্য একটি অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে অগ্নিবিমাপত্রের বিষয়বস্তু গুদামে রক্ষিত চাল। তবে আরমান ট্রেডার্সের ব্যবসায়ের উপকরণ চাল হলেও কখনো কখনো মালিকের বন্ধুর কিছু ক্যামিক্যালের উপকরণ গুদামে রাখা হতো। এ বিষয়টি বিমা কোম্পানিকে জানানো হয়নি। পরবর্তীতে গুদামটি অগ্নিকান্ডে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আরমান ট্রেডার্স ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমা কোম্পানি তা প্রদানে অস্বীকার করে।

আরমান ট্রেডার্সের বিমাকারী প্রতিষ্ঠান সৃষ্ট পরিস্থিতিতে বিমাদাবি পরিশোধে বাধ্য নয়। কারণ বিমাগ্রহীতা হিসেবে আরমান ট্রেডার্স বিষয়বস্তু সম্পর্কে আবশ্যকীয় সকল তথ্য প্রদান করেনি। এক্ষেত্রে আবশ্যকীয় তথ্য বলতে ঝুঁকি হ্রাস-বৃদ্ধিকারী কোনো তথ্যকে বোঝায়। যা প্রকৃত প্রিমিয়াম নির্ধারণে প্রভাব ফেলতে পারে। আর এরূপ তথ্য কোনো পক্ষ গোপন করলে অপরপক্ষ চুক্তি বাতিল করতে পারে। উদ্দীপকে আরমান ট্রেডার্স গুদামে রক্ষিত বন্ধুর ক্যামিক্যালের তথ্য গোপন করেছে। যা চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের নীতির লঙ্গন। তাই বলা যায়, এক্ষেত্রে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের নীতির আলোকে ক্ষতিপূরণে বাধ্য নয়।

প্রশ্ন ▶ ২৪ সামিয়া তার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি হ্রাসের জন্য বিমা করলেন। বিমপত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য উলে-খ ছিল ১৮ লক্ষ টাকা। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটি আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে গিয়ে বিমা কোম্পানি দেখলে বিষয়বস্তুর প্রকৃত মূল্য ১৫ লক্ষ টাকা। *[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]*

ক. নৈতিক ঝুঁকি কী? ১

খ. 'অগ্নিবিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি'- ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সামিয়া কোন ধরনের অগ্নিবিমা করেছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বিমা কোম্পানি থেকে সামিয়ার ক্ষতিপূরণ পাওয়া কি যৌক্তিক? মতামত দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী লোকজনের কার্যকলাপ থেকে সৃষ্ট ঝুঁকিকে নৈতিক ঝুঁকি বলে।

খ অগ্নি বিমা হলো অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা। এ কারণে তা নিঃসন্দেহে ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

অগ্নিকান্ডের ফলে বিমাকৃত সম্পত্তি নষ্ট হলে চুক্তি অনুযায়ী বিমাকারী আর্থিক ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রে ক্ষতি আংশিক বা সম্পূর্ণ যাই হোক না কেন বিমা কোম্পানি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করে থাকে।

গ উদ্দীপকের সামিয়া মূল্যায়িত অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন।

মূল্যায়িত বিমাপত্র সম্পাদনকালে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করে এরূপ বিমাচুক্তি গৃহীত হয়। বিমাকৃত বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ ক্ষতিতে বিমাকৃত মূল্যের উপর ভিত্তি করে বিমাকারী ক্ষতিপূরণ প্রদান করে থাকে।

উদ্দীপকের সামিয়া তার ব্যবসায়ের ঝুঁকি হ্রাস করার উদ্দেশ্যে একটি বিমাপত্র গ্রহণ করলেন। বিমাপত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য উলে-খ ছিল ১৮ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ সামিয়ার গৃহীত বিমাচুক্তিটির বিষয়বস্তুর ক্ষতিতে বিমাকৃত মূল্য দ্বারা বিমাকারী ক্ষতিপূরণ করবে। এক্ষেত্রে বিমাপত্র সম্পাদনকালে বিষয়বস্তুর মূল্য দ্বারা ক্ষতিপূরণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। যা মূলত মূল্যায়িত অগ্নিবিমাপত্রের ক্ষেত্রে নির্ধারণ করা হয়। তাই বলা যায়, সামিয়া অগ্নিবিমার মূল্যায়িত বিমাপত্রটি গ্রহণ করেছে।

ঘ উদ্দীপকের সামিয়া বিমা চুক্তির অপরিহার্য উপাদান সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক ভঙ্গ করায় বিমা কোম্পানি থেকে সামিয়ার ক্ষতিপূরণ পাওয়া যৌক্তিক নয়।

বিমার ক্ষেত্রে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই এক্ষেত্রে বিমা সম্পর্কিত সকল তথ্য সঠিকভাবে প্রদানে উভয়পক্ষ একে অন্যের নিকট বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকের সামিয়া তার ব্যবসায়িক ঝুঁকি হ্রাসে একটি অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেন। বিমাপত্রটি মূল্যায়িত বিমাপত্র হওয়ায় তাতে বিষয়বস্তুর মূল্য উলে-খ করা হয়েছে। সামিয়া বিষয়বস্তুর মূল্য হিসেবে বিমাপত্রে ১৮ লক্ষ টাকা উলে-খ করেন। পরবর্তীতে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটি আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে গিয়ে বিমা কোম্পানি উদঘাটন করল বিষয়বস্তুর প্রকৃত মূল্য ছিল ১৫ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ বিমা চুক্তি সম্পাদনে সামিয়া সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক লঙ্ঘন করেছেন।

সামিয়ার বিমাকারী প্রতিষ্ঠান সৃষ্ট পরিস্থিতিতে বিমাদাবি পরিশোধে বাধ্য নয়। কারণ বিমাগ্রহীতা হিসেবে সামিয়া মিথ্যা তথ্য প্রদানের মাধ্যমে

প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন। যার ফলে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান তার দায় অস্বীকার করতে পারে। তাই বিমা কোম্পানি থেকে সামিয়ার ক্ষতিপূরণ আদায় অযৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২৫ মি. রাসেল তার ৭০ লক্ষ টাকা মূল্যের গাড়ির জন্য সিকিউরিটি বিমা কোং নিকট ৩০ লক্ষ টাকার বিমা চুক্তি করে। অধিক নিরাপত্তার জন্য আবার তিনি মেঘনা কোম্পানির সাথে ৩৫ লক্ষ টাকার বিমা চুক্তি সম্পাদন করে। হরতালের মধ্যে গাড়ি পুড়ে গেলে ৪০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]*

ক. নির্দিষ্ট বিমা পত্র কী? ১

খ. অগ্নিবিমার বিমাযোগ্য স্বার্থ থাকা আবশ্যক কেন? ২

গ. মি. রাসেলকে সিকিউরিটি কোং প্রদেয় ক্ষতি পূরণের পরিমাণ গড় পড়তা নিয়মে নির্ণয় করো। ৩

ঘ. মি. রাসেল-এর প্রাপ্ত মোট বিমা দাবির পরিমাণ কত হবে? বিশে-ষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিমাপত্রে বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বিমাকারী বিমাকৃত মূল্যের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করে তাকে নির্দিষ্ট বিমাপত্র বলে।

খ বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর উপর বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থকে বোঝায়।

বিমাকৃত বিষয়ের ওপর বিমাগ্রহীতার স্বার্থ জড়িত কিনা তার ওপর বিবেচনা করে বিমাচুক্তি করা হয়। অগ্নিবিমাকৃত বিষয়বস্তুর ওপর বিমাগ্রহীতার বিমাযোগ্য স্বার্থ না থাকলে নৈতিক ঝুঁকির সম্ভাবনা বেশি থাকে। এতে বিমাকারী ক্ষতিগ্রস্ড় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই অগ্নিবিমার বিমাযোগ্য স্বার্থ থাকা জর"রি।

গ সিকিউরিটি কোম্পানির প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ গড়পড়তা পদ্ধতিতে নির্ণয় :

সিকিউরড কোম্পানির প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ =

$$\frac{\text{সিকিউরিটি কোম্জনির বিমাপত্রের মঙল্য}}{\text{(সিকিউরিটি + মেঘনা) কোম্জনির বিমাপত্রের মঙল্য}} \times \text{ক্ষতির পরিমাণ}$$

$$= \frac{৩০,০০,০০০}{৩০,০০,০০০ + ৩৫,০০,০০০} \times ৪০,০০,০০০$$

$$= \frac{৩০,০০,০০০}{৬৫,০০,০০০} \times ৪০,০০,০০০$$

= ১৮,৪৬,১৫৩.৮৪ টাকা

অর্থাৎ সিকিউরিটি কোম্পানির প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হবে ১৮,৪৬,১৫৩.৮৪ টাকা।

উত্তর : ১৮,৪৬,১৫৩.৮৪ টাকা।

ঘ মেঘনা বিমা কোম্পানির প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ :

$$= \frac{\text{মেঘনা কোম্জনির বিমাপত্রের মঙল্য}}{\text{(সিকিউরিটি + মেঘনা) কোম্জনির বিমাপত্রের মঙল্য}} \times \text{ক্ষতির পরিমাণ}$$

$$= \frac{৩৫,০০,০০০}{৩০,০০,০০০ + ৩৫,০০,০০০} \times ৪০,০০,০০০$$

$$= \frac{৩৫,০০,০০০}{৬৫,০০,০০০} \times ৪০,০০,০০০$$

= ২১,৫৩,৮৪৬.১৬ টাকা

∴ মোট বিমা দাবির পরিমাণ = (সিকিউরিটি কোম্পানির প্রদেয় ক্ষতিপূরণ + মেঘনা কোম্পানির প্রদেয় ক্ষতিপূরণ)

= ১৮,৪৬,১৫৩.৮৪ + ২১,৫৩,৮৪৬.১৬

= ৪০,০০,০০০ টাকা

অর্থাৎ মি. রাসেল দুটি বিমা কোম্পানির সাথে চুক্তি করলেও অগ্নিবিমার আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণের নীতি অনুযায়ী মোট ৪০ লক্ষ টাকাই ক্ষতিপূরণ পাবেন। যেহেতু গাড়িটির ক্ষতি হয়েছে ৪০ লক্ষ টাকার। তিনি কখনোই সম্পত্তির ক্ষতি ৪০ লক্ষ টাকার বেশি আদায় করতে পারবেন না। কারণ বিমা লাভের চুক্তি নয়, ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

প্রশ্ন ▶ ২৬ জনাব তুর্য একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তিনি তার পণ্যের জন্য অগ্নি বিমা করতে আগ্রহী। তার গুদামে কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একই পরিমাণ পণ্য সংরক্ষণ করা হয় না। তাই তিনি বাড়তি পণ্যের জন্য ভিন্ন বিমা করতে চাইলেন। তিনি বিমাচুক্তির করার সময়ই প্রগতি ইন্স্যুরেন্স লি. এর কাছে জানতে চাইলেন, কোনো দুর্ঘটনায় তার পণ্যের ক্ষতি হলে তিনি কীভাবে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবেন। *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]*

ক. বিশুদ্ধ মেয়াদি জীবন বিমা কী? ১

খ. 'বিমা চুক্তি পরম বিশ্বাসের চুক্তি' ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন বিমাপত্রের উলে-খ করা হয়েছে –ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিমা দাবি আদায়ের জন্য জনাব তুর্যের করণীয় পদক্ষেপগুলো আলোচনা করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে জীবন বিমাপত্র নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য খোলা হয় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেই শুধুই বিমাগ্রহীতা বিমা দাবির অর্থ লাভ করে তাকে বিশুদ্ধ মেয়াদি জীবন বিমা বলে।

খ বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয়পক্ষ বিমা সম্পর্কিত আবশ্যকীয় সকল তথ্য একে অন্যকে প্রদানে বাধ্য থাকে বিধায় বিমা চুক্তিকে পরম বিশ্বাসের চুক্তি বলা হয়।

বিমা চুক্তির মাধ্যমে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। যে কারণে চুক্তিবদ্ধ পক্ষ একে অন্যের কাছে সঠিক তথ্য প্রকাশে বাধ্য। কোনো পক্ষ যদি সঠিক তথ্য প্রদান না করে তাহলে অন্য পক্ষ চুক্তি বাতিল করার অধিকার রাখে। ফলে বিমাগ্রহীতার সম্ভাব্য সকল ঝুঁকি বিবেচনা করে বিমাকারী সঠিক পরিমাণ প্রিমিয়াম নির্ধারণ করতে পারে।

গ উদ্দীপকে বাড়তি অগ্নিবিমাপত্রের উলে-খ করা হয়েছে।

গুদামে রক্ষিত গড় পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত পণ্যের জন্য যে অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করা হয় তাকে বাড়তি বিমাপত্র বলে।

উদ্দীপকের জনাব তুর্য একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তিনি তার পণ্যের জন্য অগ্নিবিমা করতে আগ্রহী। তবে তার গুদামে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একই পরিমাণ পণ্য সংরক্ষণ করা হয় না। অর্থাৎ সব সময়ই পণ্যের আগমন নির্গমন ঘটে। তাই তিনি বাড়তি পণ্যের জন্য ভিন্ন একটি বিমা করতে চাইলেন। এক্ষেত্রে জনাব তুর্য গুদামে ন্যূনতম মজুতের ওপর একটি সাধারণ বিমা আর অতিরিক্ত পণ্যের জন্য আরেকটি বিমাপত্র গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ তিনি একই গুদামের পণ্যের জন্য দুটি অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করবেন। যেখানে অতিরিক্ত পণ্যের জন্য গৃহীত বিমাপত্রটি বাড়তি অগ্নিবিমাপত্রের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের বাড়তি অগ্নি বিমাপত্রের দাবি আদায়ের জন্য প্রতি মাসে জনাব তুর্যকে বাড়তি মজুদ পণ্যের প্রকৃত মূল্য ঘোষণা করতে হবে।

বাড়তি অগ্নিবিমাপত্রের ক্ষেত্রে প্রতি মাসেই বিমাগ্রহীতা দ্বারা বাড়তি মজুতের প্রকৃত মূল্য ঘোষণা করতে হয়। এক্ষেত্রে কয়েক মাসের মূল্য একত্রিত করে তার ওপর গড় হারে প্রিমিয়াম নির্ধারিত হয়।

উদ্দীপকের জনাব তুর্য তার গুদামের রক্ষিত পণ্যের জন্য অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করতে আগ্রহী। তবে তার গুদামে সবসময় নির্দিষ্ট পরিমাণ মজুত পণ্য থাকে না। যার কারণে তিনি প্রগতি ইন্স্যুরেন্স লি. থেকে একটি বাড়তি অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করেন।

জনাব তুর্যের গৃহীত বিমাপত্রের আওতায় ভবিষ্যতে বিমা দাবি আদায়ের জন্য তার কিছু দায়িত্ব রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতি মাসেই জনাব তুর্যকে গুদামে রক্ষিত অতিরিক্ত মজুত পণ্যের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। যা প্রগতি ইন্স্যুরেন্স লি. কে জানাতে হবে। প্রগতি ইন্স্যুরেন্স লি. এ মূল্যের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীতে অতিরিক্ত বিমাপত্রের প্রিমিয়াম নির্ধারণ করবে। আর নির্ধারিত প্রিমিয়াম গ্রহণ করেই ভবিষ্যতে বিমা দাবি উত্থাপিত হলে বিমাকারী কোম্পানি দাবি পরিশোধে বাধ্য থাকবে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ জনাব ইমতিয়াজ একজন পাটের ব্যবসায়ী। প্রতিটি মৌসুমে তিনি কম দামে প্রচুর পরিমাণে পাট কিনে নেন। এ বছর ৫০,০০০ টন পাট ক্রয় করেন ১০ লাখ টাকায়। তিনি আগামী ১ বছরের জন্য ৫ লক্ষ টাকার একটি বিমাচুক্তি সম্পাদন করেন। ইতিমধ্যে আগুনে কিছু পাট পুড়ে বিনষ্ট হয়। তখন ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারিত হয় ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। তিনি বিমা কোম্পানির নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করেন।

[ঢাকা কমার্স কলেজ]

ক. শস্য বিমা কী? ১

খ. নৈতিক ঝুকি বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব ইমতিয়াজ কোন ধরনের অগ্নি বিমাচুক্তি করেন এবং তিনি কত টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাবেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "অগ্নিবিমা শুধুমাত্র আর্থিক প্রতিরক্ষাই সৃষ্টি করে না বরং নিরাপত্তাবোধ ও স্বস্তি প্রতিষ্ঠা করে" –উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটির যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষি পণ্য উৎপাদনে জড়িত প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক ঝুঁকি হতে সৃষ্ট ক্ষতির বিপরীতে যে বিমাপত্র গ্রহণ করা হয় তাকে শস্য বিমা বলে।

খ বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিবর্গের কার্যকলাপ থেকে সৃষ্ট বিপদের ঝুঁকিকেই নৈতিক ঝুঁকি বলে।

অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকির সম্ভাবনা অধিক। নৈতিক ঝুঁকি অদৃশ্যমান এবং তা মানুষের নৈতিকতা ও চরিত্রের ওপর নির্ভরশীল। পণ্যের গুদাম বিমা করে পণ্য সরিয়ে আগুন লাগানো ও ক্ষতিপূরণ আদায় এরূপ বিমায় অসম্ভব নয়। এ ঝুঁকি পূর্ব থেকে নির্ধারণ করে সঠিক পরিমাণ প্রিমিয়াম চার্জ করা যায় না। তাই প্রাকৃতিক ঝুঁকির মতো ঝুঁকি অনুমান করা এক্ষেত্রে প্রায়শই অসম্ভব।

গ উদ্দীপকের জনাব ইমতিয়াজ নির্দিষ্ট অগ্নি বিমা চুক্তি করেন এবং তিনি বিমাকৃত মূল্যেই ক্ষতিপূরণ পাবেন।

যে অগ্নিবিমাপত্রে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তির বিপক্ষে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যের উলে-খ থাকে তাকে নির্দিষ্ট বিমাপত্র বলে। এ ধরনের বিমাপত্রের আওতায় ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি বিমাপত্রে উলে-খিত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকের জনাব ইমতিয়াজ একজন পাট ব্যবসায়ী। তিনি মজুতের জন্য পঞ্চাশ হাজার টন পাট ১০ লক্ষ টাকায় ক্রয় করেন। আগামী ১ বছরের জন্য জনাব ইমতিয়াজ উক্ত পাটের ৫ লক্ষ টাকায় একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তার গৃহীত বিমাপত্রের বিমাকৃত মূল্য ৫ লক্ষ টাকা। যা মূলত নির্দিষ্ট অগ্নিবিমাপত্রের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইতিমধ্যে আগুনে কিছু পাট পুড়ে বিনষ্ট হয়। তখন ক্ষতির বাজার মূল্য নির্ধারিত হয় ৭.৫০ লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে জনাব ইমতিয়াজ নির্দিষ্ট বিমাপত্র গ্রহণ করায় ক্ষতির পরিমাণ যাই হোক না কেনো তিনি বিমাকৃত মূল্যেই অর্থাৎ ৫ লক্ষ টাকাই ক্ষতিপূরণ পাবেন। কারণ এ ধরনের বিমাপত্রে বিমা দাবির মূল্য পূর্ব নির্ধারিত থাকায় বাজার মূল্য ক্ষতি পূরণে কোনো প্রভাব ফেলে না।

ঘ অগ্নিবিমা শুধুমাত্র আর্থিক প্রতিরক্ষাই সৃষ্টি করে না বরং নিরাপত্তাবোধ ও স্বস্তি প্রতিষ্ঠা করে –উক্তির সাথে আমি একমত।

অগ্নিবিমা হলো অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা। এ ধরনের বিমাপত্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও সম্পত্তির আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বিমাগ্রহীতাকে স্বস্তি প্রদান করে।

উদ্দীপকে জনাব ইমতিয়াজ একজন পাট ব্যবসায়ী। তিনি তার মজুত পাটের জন্য একটি অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে বিমাকৃত পাটের কিছু অংশ আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি বিমাকারীর নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। অর্থাৎ তার বিমাকৃত পণ্যের অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে গৃহীত বিমাপত্রটি আর্থিক প্রতিরক্ষা।

উলি-খিত সৃষ্ট পরিস্থিতিতে অগ্নি বিমাপত্রটি জনাব ইমতিয়াজের মতো ব্যবসায়ীকে আর্থিক ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা প্রদান করছে। যার ফলে জনাব ইমতিয়াজ ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতেও আর্থিক নিরাপত্তা অনুভব করেন। যা তাকে আর্থিক ক্ষতিতেও স্বস্তি প্রদান করছে। তাই বলা যায়, অগ্নিবিমা শুধু আর্থিক প্রতিরক্ষাই সৃষ্টি করে না বরং নিরাপত্তাবোধ ও স্বস্তিও প্রতিষ্ঠা করে।

প্রশ্ন ▶ ২৮ মি. মান্নান একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। একই মালিকানাধীনে তার কয়েকটি বাড়ি, দামী আসবাবপত্র ও একটি পেট্রোল পাম্প রয়েছে। তিনি সবসময় ঝুঁকি নিয়ে ভাবেন। তাই একটি বিমাপত্রের আওতায় তিনি তার সকল সম্পদ বিমা করেছেন। হঠাৎ দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তার পেট্রোল পাম্প আগুনে পুড়ে যায়। তিনি বিমাদাবির নোটিশ প্রদান করলেও বিমাকারী ক্ষতিপূরণে অপারগতা প্রকাশ করে। *[গুলশান কমার্স কলেজ, ঢাকা]*

ক. ঘোষণাযুক্ত বিমাপত্র কী? ১

খ. অগ্নিবিমার ক্ষেত্রে নৈতিক ঝুঁকিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় কেন? ২

গ. ঝুঁকি কমাতে মি. মান্নান কী ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. মান্নান কি বিমাদাবি পাওয়ার অধিকারী? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিমাপত্রে বিমাগ্রহীতা গুদামে রক্ষিত সর্বোচ্চ পরিমাণ পণ্যের জন্য বিমাপত্র গ্রহণ করে মোট প্রিমিয়ামের ৭৫% অগ্রিম প্রদান করে তাকে ঘোষণাযুক্ত বিমাপত্র বলে।

খ বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী লোকজনের কার্যকলাপ থেকে অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকির সৃষ্টি হয়।

লোভের বশবর্তী হয়ে অনেক সময় বিমাগ্রহীতা নিজের সম্পত্তিতে আগুন লাগিয়ে দাবি আদায়ের চেষ্টা করে। আবার অনেক সময় শত্রুতাবশত, রাজনৈতিক আক্রোশ বা ধর্মীয় কারণেও সম্পত্তিতে অগ্নিসংযোগ হয়ে থাকে। তাই অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকির পরিমাণ বেশি। এজন্যই অগ্নিবিমার ক্ষেত্রে নৈতিক ঝুঁকিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।

গ উদ্দীপকের মি. মান্নান ঝুঁকি কমাতে ভাসমান বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

একই প্রতিষ্ঠানের একাধিক সম্পত্তি বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত বা মজুদ থাকতে পারে। একই বিমাপত্রের আওতায় বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থানরত সব সম্পত্তি বিমা করা হলে তাকে ভাসমান বিমাপত্র বলে।

উদ্দীপকের মি. মান্নান একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তার মালিকানাধীন কয়েকটি বাড়ি, দামি আসবাবপত্র ও একটি পেট্রোল পাম্প রয়েছে। তার এসব সম্পত্তির ঝুঁকির নিরাপত্তা বিধানে তিনি চিন্তিত। উক্ত ঝুঁকি নিরসনের উপায় হিসেবে তিনি একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। যাতে তার বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত বিভিন্ন সম্পত্তিকে একটি বিমাপত্রের আওতায় আনা হয়েছে। এর ফলে তিনি আলাদা আলাদা বিমাপত্র গ্রহণের ঝামেলা পরিহার করতে পারবেন। যা ভাসমান বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, মি. মান্নান তার বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত সম্পত্তির ঝুঁকি নিরসনে ভাসমান বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের মি. মান্নানের গৃহীত বিমাচুক্তির বিষয়বস্তুতে রাজনৈতিক ঝুঁকি উলে-খ না থাকায় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কারণে ক্ষতি না হওয়ায় তিনি বিমাদাবি পাওয়ার অধিকারী নন।

বিমাকৃত বিষয়বস্তু বিমাচুক্তিতে উলি-খিত ঝুঁকি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ড় হলে তাকে প্রত্যক্ষ কারণে ক্ষতি বলে।

উদ্দীপকের মি. মান্নান তার বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত বিভিন্ন সম্পত্তিকে একটি বিমাপত্রের আওতায় এনে ভাসমান বিমাপত্র গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে সম্পত্তির সব সম্ভাব্য ঝুঁকিকে আওতাভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ বিমাচুক্তির ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক এবং নৈতিক ঝুঁকিকে বিবেচনা করা হয়েছে। হঠাৎ দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তার বিমাকৃত পেট্রোল পাম্প আগুনে পুড়ে যায়। তবে বিমা দাবি উত্থাপনে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান ক্ষতিপূরণে অস্বীকৃতি জানায়।

মি. মান্নার তার বিমাচুক্তিতে সাধারণভাবেই অগ্নি বিমার সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহকে অন্ড়র্ভুক্ত করেছেন। তবে অগ্নিবিমা চুক্তির ঝুঁকিসমূহের মধ্যে রাজনৈতিক ঝুঁকি অন্ড়র্ভুক্ত নয়। তাই মি. মান্নানের সম্পত্তি রাজনৈতিক অস্থিরতায় অগ্নি সংযোগ হওয়ায় তা প্রত্যক্ষ কারণ নীতিকে লঙ্ঘন করেছে। আর বিমা প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ কারণ ব্যতীত ক্ষতিপূরণে বাধ্য না থাকায় যৌক্তিকভাবেই মি. মান্নান বিমাদাবি গ্রহণের অধিকারী নন।

প্রশ্ন ▶ ২৯ জনাব কামর্ল গ্যাস চালিত একটি কারখানার মালিক। প্রায় সময়ই এ ধরনের গ্যাসচালিত কারখানায় আগুন লেগে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। তাই এরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য তিনি ৫০ লক্ষ টাকার একটি অগ্নিবিমা পত্র গ্রহণ করেন। হঠাৎ অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে শত্র্তাবশত তার ২০ লক্ষ টাকার মালামাল পুড়ে যায়। তিনি যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে বিমা দাবি পেশ করেন। কিন্তু বিমাকারী তার বিমা দাবি পরিশোধে অপারগতা জানায়। *[আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা]*

ক. নৈতিক ঝুঁকি কী? ১

খ. 'অগ্নিবিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি'– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত জনাব কামর্ল কোন ধরনের অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব কামর্ল কি বিমা দাবি পাওয়ার অধিকারী? যুক্তিসহ বিশে-ষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী লোকদের কার্যকলাপ থেকে সৃষ্ট বিপদের ঝুঁকিকেই নৈতিক ঝুঁকি বলে।

খ অগ্নিবিমা হলো অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা। এ কারণে তা নিঃসন্দেহে ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

অগ্নিকান্ডের ফলে বিমাকৃত সম্পত্তি নষ্ট হলে চুক্তি অনুযায়ী বিমাকারী আর্থিক ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রে ক্ষতি সম্পূর্ণ বা আংশিক যাই হোক না কেন বিমা কোম্পানি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করে থাকে। তাই অগ্নি বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

গ উদ্দীপকের জনাব কামর্ল অগ্নিবিমার অন্ড়র্গত মূল্যায়িত বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন।

এ বিমাপত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। ফলে দুর্ঘটনার পর ক্ষতির পরিমাণ মূল্যায়ন করতে হয় না। সম্পত্তি মূল্য যাই হোক না কেন বিমাগ্রহীতা সম্পূর্ণ ক্ষতিতে পূর্বনির্ধারিত মূল্যেই ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে।

উদ্দীপকের জনাব কামর্ল একটি গ্যাস চালিত কারখানার মালিক। দুর্ঘটনা মোকাবেলার জন্য তিনি ৫০ লক্ষ টাকার একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে জনাব কামর্লের গৃহীত বিমাপত্রে বিষয়বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০ লক্ষ টাকা। আর অগ্নিবিমার মূল্যায়িত বিমাপত্রেই মূলত বিষয়বস্তুর মূল্য পূর্বে নির্ধারিত হয়। তাই বলা যায়, জনাব কামর্লের বিমাপত্রটি একটি মূল্যায়িত অগ্নিবিমাপত্র।

ঘ উদ্দীপকে প্রত্যক্ষ কারণে ক্ষতি সংঘটিত না হওয়ায় জনাব কামর্ল বিমা দাবি পাবেন না।

বিমাপত্রে কোন কোন কারণে সৃষ্ট ঝুঁকির ক্ষতিপূরণ করা হবে তার সুস্পষ্ট উলে-খ থাকে। উক্ত কারণে দুর্ঘটনা ঘটলেই কেবল বিমাকারী ক্ষতিপূরণ করে।

উদ্দীপকের জনাব কামর্ল একটি গ্যাসচালিত কারখানার মালিক। দুর্ঘটনা মোকাবেলার জন্য তিনি ৫০ লাখ টাকার একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। শত্র্তাবশত তার ২০ লাখ টাকার মালামাল পুড়ে যায়। বিমা কোম্পানি তার ক্ষতিপূরণ পরিশোধে অপারগতা জানায়।

জনাব কামর্ল অগ্নিজনিত ঝুঁকি থেকে রক্ষার জন্য মূল্যায়িত বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। অগ্নিজনিত দুর্ঘটনা ঘটা সাপেক্ষে তিনি ক্ষতিপূরণ পাবেন। কিন্তু তার শত্র্পক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে তার কারখানায় আগুন দেয়। যা বিমাচুক্তির প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে উলে-খ ছিল না। তাই বিমা চুক্তি অনুযায়ী তিনি ক্ষতিপূরণ পাবেন না। তাই জনাব কামর্ল ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী নন।

প্রশ্ন ▶ ৩০ আকিজ কোম্পানির গুদামে ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্যের উপর বিমা করা হয়। অগ্নিকান্ডে প্রতিষ্ঠানটির ১,৫০,০০০ টাকা পণ্যের ক্ষতি হয়। অগ্নিকান্ডের সময় উক্ত পণ্যের বাজার মূল্য ছিল ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। বিমাদাবি পূরণের পর উদ্ধারকৃত পণ্য বিমা কোম্পানি নিয়ে যায়। *[সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর; ; চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আন্ড্রকলেজ]*

ক. বাড়তি বিমাপত্র কাকে বলে? ১

খ. কোন ধরনের সম্পত্তির বিমায় নৈতিক ঝুঁকির মাত্রা বেশি থাকে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. গড়পড়তা পদ্ধতিতে আকিজ কোম্পানির বিমা দাবি নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্ধারকৃত পণ্য বিমা কোম্পানির নিয়ে যাওয়ার কারণ বিশে-ষণ করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গুদামে রক্ষিত গড় পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত পণ্যের জন্য যে অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করা হয় তাকে বাড়তি বিমাপত্র বলে।

খ অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকির মাত্রা বেশি থাকে।

নৈতিক ঝুঁকি বলতে বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী লোকদের কার্যকলাপ থেকে সৃষ্ট ঝুঁকিকে বোঝায়। প্রাকৃতিক ঝুঁকির মতো এ ঝুঁকি অনুমান করা এক্ষেত্রে প্রায়শই অসম্ভব। পণ্য গুদাম বিমা করে পণ্য সরিয়ে আগুন লাগানো ও ক্ষতিপূরণ আদায় এরূপ বিমায় অসম্ভব নয়। তাই এ ধরনের সম্পত্তি বিমায় বিমাগ্রহীতার চরিত্র, সততা ইত্যাদি বিশেষভাবে বিবেচনায় আনা হয়।

গ গড়পড়তা পদ্ধতিতে আকিজ কোম্পানির বিমাদাবি নির্ণয় :

আমরা জানি,

$$\text{বিমা দাবি} = \frac{\text{বিমাপত্রের মূল্য বা বিমাকৃত অঙ্ক}}{\text{দুর্ঘটনাকালে সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য}} \times \text{ক্ষতির পরিমাণ}$$

এখানে,

বিমাপত্রের মূল্য = ৫,০০,০০০ টাকা

দুর্ঘটনাকালে সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য = ৩,৬০,০০০ টাকা

ক্ষতির পরিমাণ = ১,৫০,০০০ টাকা

$$\therefore \text{বিমা দাবি} = \frac{৫,০০,০০০}{৩,৬০,০০০} \times ১,৫০,০০০$$

$$= ১.৩৮৮৯ \times ১,৫০,০০০ \text{ টাকা}$$

$$= ২,০৮,৩৩৫ \text{ টাকা}$$

অর্থাৎ গড়পড়তা পদ্ধতিতে আকিজ কোম্পানির বিমা দাবি ২,০৮,৩৩৫ টাকা।

উত্তর : ২,০৮,৩৩৫ টাকা।

ঘ বিমা চুক্তির স্থলাভিষিক্তকরণ নীতির কারণে উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি উদ্ধারকৃত পণ্য নিয়ে যায়।

ক্ষতি সংঘটনের পর বিমাকারী তা সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করে কিছু অংশ উদ্ধার করতে পারলে তার মালিকানা বিমাকারী লাভ করে। এ নীতিকে স্থলাভিষিক্ততার নীতি বলে।

উদ্দীপকের আকিজ কোম্পানি গুদামে রক্ষিত ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্যের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করে। পরবর্তীতে অগ্নিকান্ডে প্রতিষ্ঠানটির ১.৫০ লক্ষ টাকা পণ্যের ক্ষতি হয়। তবে সে সময়ে উক্ত পণ্যের বাজার মূল্য ছিল ৩.৬০ লক্ষ টাকা। আকিজ কোম্পানি দ্বারা বিমা দাবি উত্থাপনে বিমা কোম্পানি দাবি পরিশোধ করে। তবে বিমা দাবি পূরণের পর উদ্ধারকৃত পণ্য বিমা কোম্পানি নিয়ে যায়।

উলি-খিত ঘটনায় বিমা কোম্পানি স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি অনুসরণ করেছে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিমা দাবি পরিশোধে সম্পত্তির উদ্ধারকৃত অংশের মালিক বিমা কোম্পানি। এক্ষেত্রে বিমা দাবি পরিশোধের মাধ্যমে সম্পত্তির মালিকানা পরিবর্তিত হয়েছে। তাই উদ্ধারকৃত পণ্য বিমা চুক্তির অপরিহার্য শর্ত স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি অনুযায়ী বিমা কোম্পানির নিয়ে যাওয়া যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ▶৩১ মি. মুনীর ও মি. কামরুল দুই বন্ধু প্রখ্যাত পাট ব্যবসায়ী। পাশাপাশি পাটের গুদাম। দু'জনের সম্পত্তির মালামাল নিজেরা নির্দিষ্ট করে বিমাপত্রে নিয়ে অগ্নিবিমা করেছেন। একদিন রাতে শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটে মি. মুনীরের গুদামের সব পাট পুড়ে যায়। মি. কামরুলের গুদামে আগুনে ছড়ালেও ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা আগুন নিভানোর কারণে তার ক্ষতির মাত্রা কম হয়। বিমা কোম্পানি সার্ভেয়ার নিয়োগ করে ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয়পূর্বক মি. মুনীরকে পুরো ক্ষতিপূরণ করে পুড়ে যাওয়া সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেয়। কিন্তু মি. কামরুলকে ক্ষতিপূরণ করলেও তার অবশিষ্ট সবই মি. কামরুলেরই থেকে যায়। *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ]*

ক. অগ্নিবিমা কী? ১

খ. অগ্নিবিমায় আনুপাতিক সাহায্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে মি. কামরুল কোন ধরনের অগ্নিবিমাপত্র সংগ্রহ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মি. মুনীরের সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ বিমা কোম্পানির নিজ দায়িত্বে নেয়ার যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অগ্নিজনত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাকেই অগ্নিবিমা বলে।

খ অগ্নিবিমায় আনুপাতিক সাহায্য বলতে আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করাকে বোঝায়।

এ বিমাপত্র দ্বারা নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় না। বিষয়বস্তুর প্রকৃত ও বাজার মূল্যের আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উপায়ে বিমা দাবি নির্ধারণ করা হয়–

$$\text{বিমা দাবি} = \frac{\text{বিমাপত্রে উলি-খিত মঙল্য}}{\text{দুর্ঘটনাকালে প্রকৃত মঙল্য}} \times \text{ক্ষতির পরিমাণ}$$

গ উদ্দীপকের মি. কামরুলের সম্পত্তির ক্ষতির বিপক্ষে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ হলো আংশিক ক্ষতিপূরণ যা গড়পড়তা বিমাপত্রের আওতাভুক্ত।

বিমাকৃত সম্পত্তি যখন আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ড় হয় তখন তাকে আংশিক ক্ষতি বলে। আর এ আংশিক ক্ষতির বিপক্ষে বিমা কোম্পানি যতটুকু ক্ষতিপূরণ দেয় তাই আংশিক ক্ষতিপূরণ।

উদ্দীপকে মি. কামরুল একজন পাট ব্যবসায়ী। তার বন্ধু মি. মুনীরের গুদামে আগুন লাগার প্রেক্ষিতে তার নিজের গুদামের কিছু অংশে আগুন লেগে যায়। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি মি. কামরুলকে আংশিক ক্ষতিপূরণ করেছে। এ ক্ষতির ফলে মি. কামরুলের গুদামের ক্ষতির আনুপাতিক হার নির্ধারণ করে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ করেছে। অর্থাৎ মি. কামরুলের বিমাপত্রের ভিত্তিতে ক্ষতির আনুপাতিক হার নির্ধারণ করা হয়েছে। যা আংশিক ক্ষতিপূরণের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের বিমা কোম্পানি দ্বারা মি. মুনীরের সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ নিজ দায়িত্বে নেয়া স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি অনুযায়ী যথার্থ হয়েছে।

স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি অনুযায়ী বিমাকারী সম্পূর্ণ বিমা দাবি পরিশোধের পর উদ্ধারকৃত সম্পত্তির মালিকানা লাভ করে।

উদ্দীপকের মি. মুনীরের বিমাকৃত গুদাম আগুনে পুড়ে যাওয়ার ফলে বিমা কোম্পানি বিমাকৃত বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করে। পরবর্তীতে গুদামে পুড়ে যাওয়া সম্পত্তির যতটুকু উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তার মালিকানা লাভ করে বিমা কোম্পানি।

জনাব মুনীর অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণের মাধ্যমে অগ্নিবিমার অপরিহার্য উপাদান গ্রহণ তার জন্য বাধ্যতামূলক। আর উদ্দীপকের স্থলাভিষিক্তকরণ নীতিটিও এ অপরিহার্য উপাদানের আওতাভুক্ত। এ নীতি অনুযায়ী বিমাকারী সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণের পর সম্পত্তির অবশিষ্টাংশের মালিকানা লাভ করেন। যা জনাব মুনীরের বিমাকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। সুতরাং বিমা কোম্পানি কর্তৃক জনাব মুনীরকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণের পর সম্পত্তির মালিকানা গ্রহণ যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶৩২ মি. পাখি তার একটি কারখানা সোনালী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নিকট ৩০,০০,০০০ টাকায় এবং রূপালী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নিকট ২০,০০,০০০ টাকায় বিমা করল। কিছুদিন পর অগ্নিকান্ডে উক্ত কারখানা ক্ষতিগ্রস্ড় হয় এবং ক্ষতির পরিমাণ দাড়ায় ২৫,০০,০০০ টাকা। *[রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ]*

ক. অগ্নিবিমা কী? ১

খ. নৌ বিমা ও অগ্নি বিমার ৪টি পার্থক্য লিখ। ২

গ. মি. পাখি রূপালী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নিকট থেকে কত টাকা ক্ষতিপূরণ পাবে? ৩

ঘ. সোনালী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নিকট থেকে কত টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে? মোট বিমা দাবির পরিমাণ নির্ণয় করো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাকেই অগ্নিবিমা বলে।

খ নৌ বিমা ও অগ্নিবিমার ৪টি পার্থক্য নিম্নে দেয়া হলো :

পার্থক্যের বিষয়	নৌ বিমা	অগ্নিবিমা
১. সংজ্ঞা	নৌপথে সংঘটিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাকে নৌ বিমা বলে।	অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাকে অগ্নিবিমা বলে।
২. ঝুঁকির বিষয়	বিমাকারী সমুদ্রপথে জাহাজ বা জাহাজের পণ্যের ঝুঁকি বহন করে।	বিমাকারী সম্পদের অগ্নিজনিত ঝুঁকি বহন করে।
৩. লক্ষ্য	নৌপথের ঝুঁকি হ্রাস করাই এ বিমার লক্ষ্য।	অগ্নিজনিত ঝুঁকি হ্রাস করাই এ বিমার লক্ষ্য।
৪. উদ্দেশ্য	আমদানি-রপ্তানি তথা বৈদেশিক বানিজ্যের ঝুঁকি কমানোই এর মূল উদ্দেশ্য।	ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়ের সম্পত্তি অগ্নিজনিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করা এর মূল উদ্দেশ্য।

গ রূপালী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির প্রদেয় ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় :

আমরা জানি,

$$\text{wegv `vwe} = \frac{\text{i...cvjx B´ÖyÅGi´Ö ^KvÁ·vwbi wegvcGòi gfjÅ}}{(\text{^mvbvjx + i...cvjx}) \text{ ^KvÁ·vwbi wegvcGòi gfjÅ}} \times \text{ÞwZi cwigvY}$$

$$= \frac{২০,০০,০০০}{৩০,০০,০০০ + ২০,০০,০০০} \times ২৫,০০,০০০$$

$$= \frac{২০,০০,০০০}{৫০,০০,০০০} \times ২৫,০০,০০০$$

= ১০,০০,০০০ টাকা

অর্থাৎ মি. পাখিকে রূপালী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ১০,০০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ করবে।

উত্তর : ১০,০০,০০০ টাকা।

ঘ সোনালী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির প্রদেয় ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় :

বিমা দাবি = $\frac{\text{^mvbvjx B´ÖyÅGi´Ö ^KvÁ·vwbi wegvcGòi gfjÅ}}{\text{(^mvbvjx + i…cvjx) ^KvÁ·vwbi wegvcGòi gfjÅ}} \times$ ÞwZi cwigvY

$= \frac{৩০,০০,০০০}{(৩০,০০,০০০ + ২০,০০,০০০)} \times ২৫,০০,০০০$

$= \frac{৩০,০০,০০০}{৫০,০০,০০০} \times ২৫,০০,০০০$

= ১৫,০০,০০০ টাকা

∴ মোট বিমাদাবির পরিমাণ = সোনালী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির প্রদেয় ক্ষতিপূরণ + রূপালী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির প্রদেয় ক্ষতিপূরণ

= ১৫,০০,০০০ + ১০,০০,০০০ টাকা

= ২৫,০০,০০০ টাকা

অর্থাৎ মি. পাখি দুটি বিমা কোম্পানির সাথে চুক্তি করলেও অগ্নিবিমার উপাদান, আনুপাতিক হার অনুযায়ী তিনি মোট ২৫,০০,০০০ টাকাই পাবেন। যেহেতু কারখানাটির ক্ষতির পরিমাণ ২৫,০০,০০০ টাকা।

প্রশ্ন ▶৩৩ ঢাকার মিরপুর একটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। এই এলাকাটি ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে অনেক এগিয়ে। এখানে ছোট ছোট অনেক গার্মেন্টস কারখানা গড়ে উঠেছে। কিন্তু ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বলে কেউই অগ্নিবিমা পলিসি গ্রহণ করেনি। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে আগুন ধরায় প্রায় সকল কারখানা কম বেশি ক্ষতিগ্রস্ড় হয়। কারখানার সাথে সাথে এলাকার লোকজনও প্রায় সর্বশান্ড় হয়ে পড়ে। অগ্নিবিমার মাধ্যমে তারা এ ধরনের বিপদ মোকাবিলা করতে পারে। *[সরকারি শহীদ বুলবুল কলেজ, পাবনা]*

ক. স্থলাভিষিক্তকরণ কী? ১

খ. অগ্নিবিমা কোন ধরনের চুক্তি তা বুঝিয়ে লিখ? ২

গ. অগ্নিজনিত ঝুঁকির বিপক্ষে কীভাবে অগ্নিবিমা কাজ করে? উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা করো। ৩

ঘ. 'অগ্নিবিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি' উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে নীতি অনুযায়ী বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতিতে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পর অবশিষ্ট সম্পত্তির মালিকানা বিমা কোম্পানির নিকট স্থানান্ড়রিত হয় তাকে স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি বলে।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ: জনাব আসগর তার ব্যক্তিগত গাড়িটি ৩০ লক্ষ টাকায় বিমা করেন। দুর্ঘটনায় গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ড় হলে বিমা কোম্পানি জনাব আসগরের বিমাদাবি পরিশোধ করে। এদিকে ক্ষতিগ্রস্ড় গাড়িটি বিমা কোম্পানি জনাব রহমানের নিকট ২০,০০০ টাকায় বিক্রি করে। স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি অনুযায়ী এই ২০,০০০ টাকা জনাব আসগর দাবি করতে পারবেন না। এ অর্থের মালিক উক্ত বিমা কোম্পানি।

খ অগ্নি বিমা হলো ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

অগ্নি বিমা হলো অগ্নিজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা। অগ্নিকান্ডের ফলে বিমাকৃত সম্পত্তি নষ্ট হলে চুক্তি অনুযায়ী বিমাকারী আর্থিক ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রে ক্ষতি আংশিক বা সম্পূর্ণ যাই হোক না কেন বিমা কোম্পানি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করে থাকে। তাই অগ্নি বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

গ উদ্দীপকে অগ্নিজনিত ঝুঁকির বিপক্ষে অগ্নিবিমা আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

অগ্নিবিমা হলো অগ্নিজনিত বিপদের ঝুঁকি মোকাবিলার একটি আর্থিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা। এটি একটি ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

উদ্দীপকে ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত অনেকগুলো ছোট গার্মেন্টস কারখানার কথা বলা হয়েছে। ছোট ব্যবসা বলে কোনো গার্মেন্টস মালিকই অগ্নিবিমা পলিসি গ্রহণ করেননি। এর মধ্যেই হঠাৎ একদিন বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে আগুন ধরার প্রায় সকল কারখানাই কম বেশি ক্ষতিগ্রস্ড় হয়। তবে অগ্নিবিমা করা থাকলে গার্মেন্টস ব্যবসায়ীরা এ ধরনের বিপদ মোকাবিলা করতে পারতো। কেননা অগ্নিবিমা চুক্তি এ সকল অগ্নিজনিত বিপদে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। অগ্নিজনিত বিপদের কারণে বিমাগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ড় হলে বিমা কোম্পানি আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। এ বিমার মূল লক্ষ্য অগ্নিজনিত ঝুঁকির বিপক্ষে বিমাগ্রহীতাকে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করা।

ঘ অগ্নিবিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়।

অগ্নিবিমার ক্ষেত্রে দুটি পক্ষের (বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা) মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পত্তির সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে আর্থিক সহায়তা প্রদানের চুক্তি সম্পাদিত হয়। অগ্নিজনিত ঝুঁকির হাত থেকে বিমাগ্রহীতাকে আর্থিকভাবে রক্ষা করাই এরূপ চুক্তির উদ্দেশ্য।

উদ্দীপকে ঢাকার একটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা মিরপুরের কথা বলা হয়েছে। এখানে অনেকগুলো ছোট ছোট গার্মেন্টস কারখানা গড়ে উঠেছে। ছোট ব্যবসা বলে কোনো গার্মেন্টস মালিকই অগ্নিবিমা পলিসি গ্রহণ করেননি। পরবর্তীতে বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে আগুন ধরায় প্রায় সবাই আর্থিকভাবে কম বেশি ক্ষতিগ্রস্ড় হয়েছে।

গার্মেন্টসগুলো অগ্নিবিমার আওতাভুক্ত হলে তারা সহজেই আর্থিক ক্ষতি মোকাবিলা করতে পারতো। কেননা অগ্নিজনিত বিপদের কারণে বিমাগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ড় হলে অগ্নিবিমার চুক্তি অনুযায়ী তার আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। অগ্নিজনিত কারণে ক্ষতি হলে বিমাপত্রের ধরন অনুযায়ী ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব। এই ক্ষতির সমপরিমাণ অর্থ বিমাকারী বিমাগ্রহীতাকে প্রদান করলে বিমাগ্রহীতা তার সম্পত্তির পুনর্গঠন করতে পারে। এ কারণেই অগ্নিবিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়।

প্রশ্ন ▶৩৪ জনাব অর্ক ও জনাব সৌম্য দুই বন্ধু। জনাব অর্ক তার কোম্পানির জন্য ৫,০০,০০০ টাকার অগ্নিবিমা করেছে। অগ্নিকান্ডে তার কোম্পানির ৩,০০,০০০ টাকার ক্ষতি হলেও বিমা কোম্পানি তাকে ৫,০০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিল। অপরদিকে জনাব সৌম্যের অফিসে অগ্নিকান্ড ঘটলে সে বিমা কোম্পানি থেকে কোনো নগদ ক্ষতিপূরণ পেল না। অথচ বিমা কোম্পানি তার অফিস সরঞ্জাম মেরামত ও পুনঃস্থাপন করে দিল। *[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. ভাসমান বিমাপত্র কী? ১

খ. অগ্নিবিমায় কোন ধরনের ঝুঁকি বেশি থাকে এবং কেন? ২

গ. জনাব অর্ক কোন ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব সৌম্যের বিমাপত্রটিকে 'পুরোনো প্রদীপের বদলে নতুন প্রদীপ বিমাপত্র' ও বলা হয়ে থাকে? এ বক্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একই মালিকানায় একাধিক স্থানে রক্ষিত একাধিক সম্পদের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করা হলে তাকে ভাসমান বিমাপত্র বলে।

খ অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকি বেশি থাকে।

বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী লোকজনের কার্যকলাপ থেকে সৃষ্ট ঝুঁকিকে অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকি বলে। নৈতিক ঝুঁকি অদৃশ্যমান এবং তা মানুষের নৈতিকতার উপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক ঝুঁকির মতো এ ঝুঁকি অনুমান করা দূরহ। পণ্য গুদাম বিমা করে পণ্য সরিয়ে আগুন লাগানো ও ক্ষতিপূরণ আদায় করা নৈতিক ঝুঁকির আওতাভুক্ত। তাই

বিমা কোম্পানি এ ঝুঁকির জন্য সঠিক প্রিমিয়াম নির্ধারণ করতে পারে না। যা বিমাকারীর ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

গ উদ্দীপকের জনাব অর্ক তার কোম্পানির জন্য নির্দিষ্ট বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তির বিপক্ষে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য নির্ধারণ করে যে অগ্নিবিমাপত্র গ্রহণ করা হয় তাকে নির্দিষ্ট বিমাপত্র বলে। এ বিমাপত্রের আওতায় ক্ষতি হলে বিমাকারী বিমাপত্রে উলি-খিত মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ করে।

উদ্দীপকের জনাব অর্ক তার কোম্পানির জন্য পাঁচ লক্ষ টাকার অগ্নিবিমা করেন। পরবর্তীতে তার কোম্পানি অগ্নি দুর্ঘটনায় তিন লক্ষ টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কিন্তু বিমা কোম্পানি তাকে পুরো পাঁচ লক্ষ টাকাই ক্ষতিপূরণ করে। অর্থাৎ বিমা কোম্পানি বিমাপত্রের উলি-খিত মূল্যেই ক্ষতিপূরণ করেছে। যা নির্দিষ্ট অগ্নি বিমাপত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এ বিমাপত্রের আওতায় যত টাকার ক্ষতি হোক না কেন বিমা কোম্পানি বিমাকৃত সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানে বাধ্য থাকে।

ঘ উদ্দীপকের জনাব সৌম্যের বিমাপত্রটিকে 'পুরানো প্রদীপের বদলে নতুন প্রদীপ বিমাপত্রও বলা হয়' –বক্তব্যটি যথার্থ।

যে বিমাপত্রের ক্ষেত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তু ক্ষতিগ্রস্ড় হলে বিমা কোম্পানি আর্থিক ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে বিমাগ্রহীতার সম্পত্তিকে নতুনভাবে পুনঃস্থাপন করে দেয় তাকে পুনঃস্থাপন বিমাপত্র বলে।

উদ্দীপকে জনাব সৌম্যের অফিসে অগ্নিকান্ড ঘটলে তিনি বিমা কোম্পানির নিকট বিমাদাবি জানায়। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি তাকে কোনো আর্থিক সহায়তা করেনি। তবে জনাব সৌম্যের অফিস সরঞ্জাম মেরামত ও পুনর্নির্মাণ করে দেয়। বিমা কোম্পানির দাবি পরিশোধের এ পদ্ধতিটি পুনঃস্থাপন বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

বিমা কোম্পানি সংঘটিত ক্ষতির পরিস্থিতিতে জনাব সৌম্যকে আর্থিকভাবে সাহায্য না করে তার সরঞ্জাম নতুন করে মেরামত করে দিয়েছে। অর্থাৎ বিমা কোম্পানি এক্ষেত্রে পুনঃস্থাপনের নীতি অনুসরণ করেছে। তাই পুরনো জিনিস সরিয়ে তা নতুন করে তৈরি করে দেয়ার কারণে জনাব সৌম্যের গৃহীত বিমাপত্রটিকে পুরনো প্রদীপের বদলে নতুন প্রদীপ বিমাপত্র বলা যায়।

প্রশ্ন ▶৩৫ গত ১১/১/২০১৭ তারিখে সাফিনের পাটের গুদামে আগুন লাগে। গুদামে ১০ লক্ষ টাকার পাট ৬ লক্ষ টাকায় 'ক' বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করা ছিল। বিমাপত্রটি ছিল গড়পড়তা বিমাপত্র। আগুনে ক্ষতির পরিমাণ দাড়ায় ৪,০০,০০০ টাকা। সাফিন দ্রুত বিমা কোম্পানিকে ঘটনাটি জানায়। বিমা কোম্পানি উপযুক্ত সকল দলিলপত্র দাখিল করতে বলে। সাফিন ২৮/৫/২০১৭ তারিখে সকল প্রমাণপত্র ও পুলিশের তদন্ড় রিপোর্ট দাখিল করে বিমা দাবি পেশ করে।

[সিলেট সরকারি কলেজ, সিলেট]

ক. অগ্নিজনিত অপচয় কী? ১

খ. অগ্নি বিমার নৈতিক ঝুঁকি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে সাফিনের বিমা দাবির পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. 'ক' বিমা কোম্পানি সাফিনের বিমা দাবি পূরণ করবে কী? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অগ্নিকান্ডের ফলে সহায়-সম্পত্তির যে ক্ষতি হয় তাকে অগ্নিজনিত অপচয় বলে।

খ বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিবর্গের কার্যকলাপ থেকে সৃষ্ট বিপদের ঝুঁকিকেই নৈতিক ঝুঁকি বলে।

অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকির সম্ভাবনা অধিক। নৈতিক ঝুঁকি অদৃশ্যমান এবং তা মানুষের আচরণের ওপর নির্ভরশীল। পণ্যের গুদাম বিমা করে পণ্য সরিয়ে আগুন লাগিয়ে ক্ষতিপূরণ আদায় এরূপ বিমায় অসম্ভব নয়। তাই প্রাকৃতিক ঝুঁকির মতো ঝুঁকি অনুমান করা এক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব।

গ সাফিনের বিমা দাবির পরিমাণ নির্ণয় :

আমরা জানি,

$$\text{বিমা দাবি} = \frac{\text{বিমাপত্রের মঙল্য}}{\text{দুর্ঘটনাকালে সম্ভত্তির প্রকৃত মঙল্য}} \times \text{ক্ষতি}$$

উদ্দীপকের সাফিনের পাটের গুদামে আগুন লাগার সময় পাটের প্রকৃত মূল্য ছিল ১০,০০,০০০ টাকা। যা ৬,০০,০০০ টাকায় বিমা করা ছিল। কিন্তু আগুনে ক্ষতির পরিমাণ দাড়ায় ৪,০০,০০০ টাকা। সুতরাং সাফিনের বিমা দাবি হলো–

$$\therefore \text{বিমা দাবি} = \frac{৬,০০,০০০}{১০,০০,০০০} \times ৪,০০,০০০$$

$$= ২,৪০,০০০ \text{ টাকা}$$

অর্থাৎ সাফিনের বিমা দাবির পরিমাণ হবে ২,৪০,০০০ টাকা।

উত্তর : ২,৪০,০০০ টাকা।

ঘ বিমা দাবি উপস্থাপনের নির্দিষ্ট সময় সীমা অতিক্রম করায় উদ্দীপকের 'ক' বিমা কোম্পানি সাফিনের বিমা দাবি পূরণ করবে না।

অগ্নিকান্ড সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথেই বিমাকারী প্রতিষ্ঠানকে তা জানাতে হয়। অবহিতকরণের ১৫-৩০ দিনের মধ্যে বিমা দাবির সব প্রমাণপত্র ও পুলিশ তদন্ড়প্রতিবেদনসহ বিমা দাবি পেশ করতে হয়।

উদ্দীপকের সাফিন তার বিমাকারী প্রতিষ্ঠান 'ক' বিমা কোম্পানিকে তার প্রতিষ্ঠানে ১১/১/২০১৭ তারিখে সংঘটিত অগ্নিকান্ডের ঘটনা দ্রুত অবহিত করে। বিমা দাবি আদায়ের জন্য তিনি সব প্রমাণপত্র ও পুলিশ তদন্ড় রিপোর্ট সংগ্রহ করে তা ২৮/৫/২০১৭ তারিখে বিমা কোম্পানিতে পেশ করেন।

১১/১/২০১৭ তারিখে অগ্নিকান্ড সংঘটিত হওয়ার ঘটনা সাফিন শর্তানুযায়ী সঠিক সময়ে ক বিমা কোম্পানিকে অবহিত করেন। কিন্তু বিমা দাবির জন্য প্রয়োজনীয় সব কাগজ ২৮/৫/২০১৭ তারিখে জমা দেয়। যা তার বিমাদাবি আদায়ের সাধারণ সময়সীমা ১৫-৩০ দিনকে অতিক্রম করেছে। উদ্দীপকে কোম্পানি কর্তৃক অনুমোদিত সময়ের উলে-খ নেই। তাই অগ্নিবিমার সাধারণ দাবি আদায়ের সময়সীমা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ বিমা দাবি আদায়ের জন্য ১৫-৩০ দিনের মধ্যে ক্ষতির বিবরণসহ দলিলপত্র জমা দেয়ার প্রয়োজন ছিল। যা জনাব সাফিন করেন নি। তাই তিনি বিমা দাবি পাবেন না।

প্রশ্ন ▶৩৬ মি. মুনীর ও মি. কামরুল দুই বন্ধু প্রখ্যাত পাট ব্যবসায়ী। দুজনই সম্পত্তির মালামাল নিজেরা নির্দিষ্ট করে বিমাপত্র নিয়ে অগ্নিবিমা করেছেন। একদিন রাত্রে শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটে। মি. মুনীরের গুদামের সব পাট পুড়ে যায়। মি. কামরুলের গুদামে আগুন ছড়ালেও ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা আগুন নিভানোর কারণে তার ক্ষতির মাত্রা কম হয়। বিমা কোম্পানি তদন্ড় সাপেক্ষে মি. মুনীরকে ক্ষতিপূরণ করে পুড়ে যাওয়া সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেয়। কিন্তু মি. কামরুলকে ক্ষতিপূরণ করলেও তার অবশিষ্ট সবই মি. কামরুলেরই থেকে যায়। *[মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. দায়বিমা বলতে কী বোঝ? ১

খ. "জীবন বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি নয়" –ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের মি. কামরুলকে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মি. মুনীরের সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ বিমা কোম্পানির নিজ দায়িত্বে নেওয়ার যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দায়ী ব্যক্তি তার দায়, বিমা কোম্পানির ওপর বর্তানোর উদ্দেশ্যে যে বিমা করে তাকে দায় বিমা বলে।

খ মানুষের জীবনহানি হলে ক্ষতির পরিমাণ অর্থ দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। তাই জীবন বিমার ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

অন্যান্য বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি হলেও জীবন বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি নয়। কেননা, কারো জীবনহানি বা পঙ্গুত্ববরণের ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক প্রতিদানের নিশ্চয়তা দেয়। তাই জীবন বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা যায় না।

গ উদ্দীপকের মি. কামরুলের সম্পত্তির ক্ষতির বিপক্ষে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ হলো আংশিক ক্ষতিপূরণ।

বিমাকৃত সম্পত্তি যখন আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন তাকে আংশিক ক্ষতি বলে। আর এ আংশিক ক্ষতির বিপক্ষে বিমা কোম্পানি যতটুকু ক্ষতিপূরণ দেয় তাকে আংশিক ক্ষতিপূরণ বলে।

উদ্দীপকে মি. কামরুল একজন পাট ব্যবসায়ী। তার বন্ধু মি. মুনীরের গুদামে আগুন লাগার প্রেক্ষিতে তার নিজের গুদামের কিছু অংশে আগুন লেগে যায়। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি মি. কামরুলকে যে প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছে তা হলো আংশিক ক্ষতিপূরণ। সংঘটিতে ঘটনার ফলে মি. কামরুলের গুদামে যতটুকু ক্ষতি হয় বিমা কোম্পানি এর গড়পড়তা হার নির্ধারণ করে ক্ষতিপূরণ করে। অর্থাৎ মি. কামরুলের ক্ষেত্রে শুধু ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির মূল্য নিরূপণ করেই মি. কামরুলকে বিমাদাবি পরিশোধ করা হয়েছে, যা আংশিক ক্ষতিপূরণ।

ঘ উদ্দীপকটিতে বিমা কোম্পানি কর্তৃক মি. মুনীরের সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ নিজ দায়িত্বে নেয়া যথার্থ হয়েছে।

অগ্নিবিমার স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি হলো বিমাকৃত সম্পত্তির অগ্নিজনিত কোনো কারণে ক্ষতি হলে বিমাকারী বিমাদাবি পরিশোধের পর উদ্ধারকৃত সম্পত্তির মালিকানা লাভ করে।

উদ্দীপকটিতে মি. মুনীরের বিমাকৃত গুদাম আগুনে পুড়ে যাওয়ার ফলে বিমা কোম্পানি মি. মুনীরের বিমাদাবির সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করে। পরবর্তীতে গুদামে পুড়ে যাওয়া সম্পত্তির যতটুকু উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তার মালিকানা লাভ করে বিমা কোম্পানি। যা স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি নামে পরিচিত।

জনাব মুনীর কর্তৃক অগ্নিবিমাপত্র করার মাধ্যমে অগ্নিবিমার অপরিহার্য উপাদান তার জন্য গ্রহণ বাধ্যতামূলক। আর উদ্দীপকের স্থলাভিষিক্তকরণ নীতিটিও এ অপরিহার্য উপাদানের আওতাভুক্ত। এ নীতি অনুযায়ী বিমাকারী কর্তৃক সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণের পর সম্পত্তির অবশিষ্টাংশের মালিকানা বিমাকারীর নিকট বর্তায়। যা উদ্দীপকে জনাব মুনীরের বিমাকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। সুতরাং বিমা কোম্পানি কর্তৃক জনাব মুনীরকে ক্ষতিপূরণের পর সম্পত্তির মালিকানা গ্রহণ যথার্থ।

প্রশ্ন ▶৩৭ জনাব রাশেদ চট্টগ্রামের কোহিনুর জুট মিলের মালিক। মিলের গুদামঘরে রক্ষিত পাটের বিপরীতে তিনি ১০ কোটি টাকার বিমা গ্রহণ করেন। বিমা গ্রহণের পর অগ্নিকাণ্ডে পাটের গুদামটি ভস্মীভূত হয়ে যায়। তিনি ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিমা কোম্পানি ক্ষতির কারণ অনুসন্ধানপূর্বক বিমা দাবি পরিশোধ করে দেয়। *[চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ]*

ক. অগ্নিজনিত ক্ষতি কী? ১

খ. অগ্নিজনিত ক্ষতির পরোক্ষ কারণগুলো কী কী? ২

গ. জনাব রাশেদ কেন মিলের পাটের জন্য বিমা গ্রহণ করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিমা জনাব রাশেদের গুদামঘরের পুনর্গঠনে কীভাবে সাহায্য করতে পারে? তোমার মতামত দাও। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অগ্নিকাণ্ডের ফলে সহায়-সম্পত্তির যে ক্ষতি হয় তাকে অগ্নিজনিত ক্ষতি বলে।

খ যে কারণসমূহ সরাসরি অগ্নিকাণ্ড ঘটায় না তবে পরোক্ষভাবে দায়ী উক্ত কারণগুলোকে অগ্নিজনিত ক্ষতির পরোক্ষ কারণ বলে।

ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ কাঠামো, দাহ্য পদার্থের উপস্থিতি, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের অপ্রতুলতা ইত্যাদি অগ্নিজনিত ক্ষতির পরোক্ষ কারণ।

গ জনাব রাশেদের পাটের সম্ভাব্য অগ্নিজনিত ঝুঁকি বেশি থাকায় তিনি এর জন্য অগ্নি বিমাপত্র গ্রহণ করেন।

অগ্নিবিমা হলো অগ্নিজনিত ঝুঁকির বিপক্ষে আর্থিক ক্ষতিপূরণমূলক ব্যবস্থা। ব্যবসায়ীগণ তাদের সম্পদের সম্ভাব্য অগ্নিজনিত ঝুঁকি বিপক্ষে এ ধরনের বিমাপত্র করে থাকেন।

উদ্দীপকের জনাব রাশেদ চট্টগ্রামের কোহিনূর জুট মিলের মালিক। মিলের গুদামঘরে রক্ষিত পাটের বিপরীতে তিনি একটি অগ্নিবিমা চুক্তি করেন। অর্থাৎ তিনি কেবল পাটের অগ্নিজনিত ক্ষতির আশঙ্কা থেকে বিমাচুক্তিটি করেছেন। কারণ পাট এক ধরনের দাহ্য পদার্থ। এতে আগুন লাগালে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সর্বাধিক হয়ে থাকে। তাই বলা যায়, জনাব রাশেদ মূলত উক্ত কারণকে বিবেচনা করে গুদামে রক্ষিত পাটের জন্য বিমা করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে বিমাচুক্তিটি ক্ষতিপূরণের নীতি অনুযায়ী জনাব রাশেদের গুদামঘর পুনর্গঠনে সাহায্য করতে পারে।

অগ্নিবিমা চুক্তি একটি ক্ষতিপূরণের চুক্তি। বিমাকৃত সম্পদের আংশিক ক্ষতিতে বিমাকারী আংশিক ক্ষতিপূরণ করে থাকে। তবে সম্পূর্ণ ক্ষতিতে বিমাকৃত মূল্যে ক্ষতিপূরণ করে থাকে।

উদ্দীপকের জনাব রাশেদ একজন জুট মিলের মালিক। তিনি তার গুদামঘরে রক্ষিত পাটের জন্য একটি অগ্নিবিমাচুক্তি করেন, যার বিমাকৃত মূল্য ১০ কোটি টাকা। বিমা চুক্তির পর আগুন লেগে পাটের গুদামটি ভস্মীভূত হয়ে যায়। পরবর্তীতে, ক্ষতিপূরণের দাবি উত্থাপিত হলে কারণ অনুসন্ধান করে বিমা কোম্পানি দাবি পরিশোধ করে।

জনাব রাশেদ তার গুদামের সম্পূর্ণ পাটের বিপরীতে বিমাচুক্তিটি করেছেন। আর গুদাম ভস্মীভূত হওয়ার ফলে অনুমান করা যায় সম্পূর্ণ পাটই আগুনে পুড়ে গেছে। তবে বিমা কোম্পানি জনাব রাশেদকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করায় তাকে কোনো ক্ষতি বহন করতে হবে না। আবার, জনাব রাশেদ বিমাকৃত অর্থ পাওয়ার পর তিনি নতুন করে গুদাম ঘর নির্মাণ করতে পারবেন। অর্থাৎ অগ্নিবিমাপত্রটি জনাব রাশেদকে গুদামঘর পুনর্গঠনে সাহায্য করে।